বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>014 >>26 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৪ >><< ২৬শে, আশ্বিন ১৪৩০>>

হামাসকে নিন্দা জানাতে 'নৈতিক স্বচ্ছতা'র কথা বললেন ব্লিংকেন ও নেতানিয়াহু

তেল আবিবঃ হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর আকস্মিক ভয়াবহ হামলার নিন্দা জানাতে গোটা বিশ্বের সব দেশগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ও ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু। তাঁরা বলেছেন, এটা নৈতিক স্বচ্ছতার মুহূর্ত। তেল আবিবে বৃহস্পতিবার সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নেতানিয়াহু এই সংকটের মধ্যে ইসরাইলে আসার জন্য ও আমেরিকার সমর্থনের জন্য ব্লিংকেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নেতানিয়াহু হামাসের হামলার বিবরণ দিয়েছেন আবেগঘনভাবে। এই হামলায় এক হাজারের বেশি ইসরাইলির মৃত্যু হয়েছে। নেতানিয়াহু বলেন, মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া, মুণ্ডুচ্ছেদ করা, এক কিশোরকে অপহরণ করা, শুধু অপহরণ নয় নিগ্রহ করা ও জখম করা হয়েছে। তবে, এই হামলা ও এই বিভীষিকার উদযাপনের কদর্য প্রদর্শনী, অশুভকে উদযাপন ও মহিমান্বিত করা হচ্ছে। একে নিছক অশুভ বলে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন একেবারের যথার্থ কথাই বলেছেন। আজ সকালের দিকে ইসরাইলে হাজির হয়ে ব্লিংকেন প্রসঙ্গত ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, এই গুরুতর সময়ে তিনি ইসরাইলে এসেছেন একজন ইহুদি হিসেবে এবং একজন স্বামী ও বাবা হিসেবে। তিনি আরও বলেন, আপনারা প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেছেন যে, এটা অবশ্যই নৈতিক স্বচ্ছতার মুহূর্ত। সন্ত্রাসবাদকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিন্দা করতে ব্যর্থ হলে তা শুধু ইসরাইলের মানুষকে নয়, সেই সঙ্গে সব জায়গার মানুষকেই ঝুঁকিতে ফেলবে।

বাজার দর
SENSEX : 66272.74 -125.65
NIFTY : 19751.05 -42.96

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .24 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .45 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

দামেস্কে ইসরায়েলের মিসাইল হামলা

ইসরায়েলঃ ইসরায়েলে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। নেতানিয়াহুকে জানিয়েছেন, অ্যামেরিকা সবরকমভাবে তাদের সাহায্য করবে।

সিরিয়ার প্রশাসন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইসরায়েল দামেস্কে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। আলেপ্পো বিমানবন্দরেও ইসরায়েলের মিসাইল এসে পড়েছে। ফলে বিমানবন্দর বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে হাতহতের কোনো খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে না, ততক্ষণ গাজা স্ট্রিপে কোনোরকম মানবিক সাহায্য পাঠানো হবে না। খাবার এবং ওষুধও ঢুকতে দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, হামাস ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে বহু ব্যক্তিকে বন্দি করে নিয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত তাদের ছাড়া হয়নি। হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েল যেভাবে গাজা স্ট্রিপে আক্রমণ চালাচ্ছে তা বন্ধ না করলে ওই বন্দিদের এক এক করে হত্যা করা হবে। তারই পাল্টা একথা জানিয়েছে ইসরায়েল।

এদিকে বৃহস্পতিবার ইসরায়েল পৌঁছেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন তিনি। অ্যান্টনি জানিয়েছেন, অ্যামেরিকা সবরকমভাবে ইসরায়েলের পাশে আছে। ইসরায়েলকে সবরকম সাহায্য করা হবে। শুক্রবার ইসরায়েল যাচ্ছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ফন ডায়ের লাইয়েন। তিনিও নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলবেন। ইতিমধ্যেই ইইউ জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলের পাশে আছে।

এদিকে ইসরায়েল এবং গাজা স্ট্রিপে নিহতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, সেখানে এখনো পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১৩০০ মানুষ। অন্যদিকে গাজা স্ট্রিপে ১৩৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে এখনো পর্যন্ত জানা গেছে। গাজায় একটি শরণার্থী ভবনে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে বলে হামাসের তরফে দাবি করা হয়েছে। তাতে নারী ও শিশুসহ বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে তারা দাবি করেছে।

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানিয়েছেন, তারাও ইসরায়েলকে সমর্থন করছে। ট্রুডো জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইসরায়েলের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে। ইসরায়েল ঠিক সেকাজই করছে। সাংবাদিকেরা ট্রুডো প্রশ্নম করেছিলেন, ইসরায়েল যেভাবে গাজা স্ট্রিপ অবরুদ্ধ করেছে, তা আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক কি না! ট্রুডো এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট উত্তর দেননি।

এদিকে বৃহস্পতিবার ক্যানাডায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি হিব্রু সোসাইটিতে তারা হামলা চালানোর চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। শুক্রবার ইইউ প্রধান উরসুলা ইসরায়েলে পৌঁছাবেন। তিনি বুধবার জানিয়েছেন, ইসরায়েলে সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছেন। তার বক্তব্য, ''যারা মারা গেছেন, তাদের একটিমাত্র দোষ, তারা ইহুদি। এ এক ঐতিহাসিক অন্যায়। এখনো যে ইতিহাসের কথা মনে পড়লে হার হিম হয়ে আসে।'' অক্টোবরের ৭ তারিখ বিশ্ব ইতিহাসের একটি কালো দিন হিসেবে সূচিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গাজা স্ট্রিপের জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের একটি বাড়িতে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে বলে গাজার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। সেখানে অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। গাজা স্ট্রিপের উত্তর দিকে এই ক্যাম্পটি অবস্থিত।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত যেন ছড়িয়ে না পড়ে, বললেন জাতিসংঘ প্রধান

জেনেভাঃ বুধবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মধ্যপ্রাচ্যের পক্ষগুলোকে সংঘাত ছড়ানো বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। দক্ষিণ লেবানন থেকে গুলি বর্ষিত হওয়ায় উত্তর ইসরাইলের বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছে। ইরান সমর্থিত লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ দক্ষিণ লেবাননের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হামাসকে সমর্থন করার জন্য এটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। ২০০৬ সালে ইসরাইল এবং হিজবুল্লাহ লেবাননে ৩৩ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। গাজা ২২ লাখের বেশি ফিলিস্তিনের আবাসস্থল। সেখানে বসবাসরত বেসামরিক নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পৌঁছাতে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা মানবিক করিডোরের আবেদন করেছেন। গুতেরেস বলেন, আমাদের এখন ত্বরিৎ এবং নিরবচ্ছিন্ন মানবিক লভ্যতা প্রয়োজন। নষ্ট করার মতো সময় নেই। তিনি গাজার সাথে রাফাহর অভিন্ন সীমান্ত ক্রসিং'এর মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা সহজতর করার জন্য এবং এল আরিশ বিমানবন্দর ব্যবহার করতে দেয়ায় মিশরকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও বুধবার জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ আগামী তিন মাস তাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের আবেদন জানিয়েছে। ইউএনআরডব্লিউএ ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য কাজ করে। ইউএনআরডব্লিউএ বলছে, গাজা এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনির তাৎক্ষণিক আশ্রয়, খাদ্য এবং সুরক্ষার প্রয়োজনে এই অর্থের প্রয়োজন। গাজায় এই সংস্থাটি ১৩ হাজার কর্মী রয়েছে, যাদের বেশিরভাগই ফিলিস্তিনি। তারা জানিয়েছে, শনিবার থেকে তাদের ১১ জন কর্মী এবং ৩০ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসরাইল ত্যাগ করতে চায় এমন আমেরিকানদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাবর্তন ফ্লাইট ঘোষণা করেছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ হোয়াইট হাউজ ঘোষণা করেছে, আমেরিকানদের ইসরাইল ত্যাগ করতে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রত্যাবর্তন ফ্লাইট পরিচালনা করবে। কারণ গাজা উপত্যকায় হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের জন্য ইসরাইল প্রস্তুত হচ্ছে।
হোয়াইট হাউজ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি বলেন, শুক্রবার থেকে প্রত্যাবর্তন ফ্লাইট শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।পরিকল্পনার সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইসরাইল থেকে প্রতিদিন অন্তত চারটি চার্টার ফ্লাইট ওড়ানোর ব্যবস্থা করছে।
ঘোষণাটি এমন সময় এসেছে যখন হোয়াইট হাউজ নিশ্চিত করেছে যে, লড়াইয়ে নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ২৭ জন আমেরিকান। গত শনিবার হামাস ইসরাইলে হামলা শুরু করার পর থেকে যুদ্ধে উভয় পক্ষের অন্তত ২,৬০০ জন প্রাণ হারিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের অনুমান, ১ লাখ ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার আমেরিকান ইসরাইলে রয়েছেন, পর্যটক বা অন্য কোনো কাজের কারণে অবস্থান করছেন।আনুমানিক ৫০০ থেকে ৬০০ আমেরিকান নাগরিক গাজায় রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ত্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করছেন বা আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। মিশর এবং ইসরাইল অবরুদ্ধ এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে।
এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস এয়ার ফোর্স টু 'এ করে নেভাদার লাস ভেগাসের পথে গমন করেন। ইসরাইলে হামাসের হামলার পর তারা বৃহস্পতিবার প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ইহুদি,আরব এবং মুসলিম সম্প্রদায়গুলোসহ যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় স্থল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি

গাজা ঃ বৃহস্পতিবার ইসরাইল বলেছে, তাদের বাহিনী গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের আক্রমণের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। নেতানিয়াহু ভূমধ্যসাগরের ধারে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা গাজায় হামাসের ক্ষমতার অবসানের প্রতিজ্ঞা করেছেন যাতে জঙ্গিরা আর ইসরাইলকে হুমকি না দিতে পারে। বাইডেন বলেন, তিনি বুধবার নেতানিয়াহুর সাথে আলাপ করেছেন। এটি সাম্প্রতিক সময়ে দুই নেতার মধ্যকার চতুর্থ ফোনালাপ।বাইডেন বলেন, নেতানিয়াহু এবং ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হারজোগের সাথে অনির্ধারিত একটি ফোনকলে কথা বলার সময় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন,আপনি কেন এ সম্পর্কে এত গভীরভাবে অনুভব করছেন? বাইডেন বলেন, এটি এই অঞ্চলের ব্যাপার নয়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি ইসরাইল না থাকলে বিশ্বের কোনো ইহুদি শেষমেষ নিরাপদ থাকবে না। এটিই একমাত্র চূড়ান্ত নিশ্চয়তা। একমাত্র চূড়ান্ত নিশ্চয়তা। গাজার জঙ্গিরা সেনা, পুরুষ,নারী, শিশু এবং বৃদ্ধসহ ইসরাইল থেকে আটক আনুমানিক ১৫০ জনকে জিম্মি করে রেখেছে। তাদের ভাগ্য অনেকাংশে অজানা। তাদের আত্মীয়স্বজনেরা টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। বুধবার বিকেলে গাজার একমাত্র পাওয়ার প্ল্যান্টের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। এই অঞ্চলে শুধুমাত্র জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ আসে। কিন্তু জেনারেটরও জ্বালানিতে চলে। জ্বালানির সরবরাহের অভাব রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, সাতটি হাসপাতালে সরবরাহ শেষ হয়ে গেছে। ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস জানিয়েছে, গাজার দুটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, অ্যান্টিবায়োটিক, জ্বালানি এবং অন্যান্য সরবরাহ শেষ হয়ে গেছে।

আলোচনা আইসিসি গত মার্চ মাসে ইউক্রেন থেকে শিশুদের নির্বাসনের অভিযোগে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বিরল বিদেশ সফরে কিরগিজস্তানে পৌঁছেছেন

কিরগিজস্তান ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমি পুতিন বৃহস্পতিবার এক বিরল বিদেশ সফরে কিরগিজস্তানে পৌঁছেছেন। এ বছরের প্রথম দিকে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের দায়ে রুশ নেতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
পুতিন কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্ট সাদের জাপারভের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং শুক্রবার তার কিরগিজস্তানের কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা। ঐ শীর্ষ সম্মেলনে আজারবাইজান, বেলারুশ, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের নেতারাও যোগ দেবেন। মস্কোর সাথে ইয়েরভানের সম্পর্কপারস্পরিক দোষারোপের কারণে অবনতি ঘটায় আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান ঐ সম্মেলনে অংশ নেবেন না। এ বছরই প্রথমবারের মতো পুতিন রাশিয়া ও ইউক্রেনে রুশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বাইরে সফর করেছেন। এ বছরের শুরুতে তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার আংশিক অধিকৃত অঞ্চলগুলো দোনেৎস্ক, লুহানস্ক ও খেরসন এবং অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপপরিদর্শন করেন।
আইসিসি গত মার্চ মাসে ইউক্রেন থেকে শিশুদের নির্বাসনের অভিযোগে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। যেসব দেশ রোম স্ট্যাটিউট বা সংবিধিতে স্বাক্ষর করেছে এবং অনুমোদন করে আইসিসি প্রতিষ্ঠা করেছে ঐ সব দেশের মাটিতে যদি রাশিয়ার নেতা পা রাখেন তবে তাকে গ্রেপ্তার করতে তারা বাধ্য। এই পদক্ষেপের কারণে পুতিন আগস্ট মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি যোগ দেননি। এই মাসের গোড়ার দিকে রোম সংবিধি আর্মেনিয়াঅনুসমর্থন করার পর আর্মেনিয়ার সাথে মস্কোর সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। আর্মেনিয়ার কর্মকর্তারা ক্রেমলিনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যে রুশ নেতা যদি তাদের দেশে যান তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ক্রেমলিন অবশ্য বলেছে, রাশিয়া আইসিসির এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয় না এবং পরোয়ানাটিকে বাতিল বলে মনে করে।

আজ মহালয়া

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

আপামর বাঙালীর বছরভর প্রতীক্ষার অবসান - আজ মহালয়া

পিতৃপক্ষেরঅবসান,দেবী পক্ষের শুরু

শুরু শারদীয়া দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন

দুর্গাপুর ঃ মহালয়া কি? পিতৃপক্ষের শেষক্ষণ ও মাতৃপক্ষের সূচনাকালের সময়কেই মহালয়া বলা হয়। সনাতন হিন্দু ধর্ম মতে, এই দিনে প্রয়াত আত্মাদের মর্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, প্রয়াত আত্মার যে সমাবেশ হয় তাকেই মহালয় বলা হয়ে থাকে। যদিও এই নামের একাধিক অর্থ হয়েছে। পুরাণ, শাস্ত্র ও আভিধানিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেখা যায়। এই তিথির সময়কাল হল অমাবস্যা। পিতৃপক্ষের শেষ লগ্নেই প্রয়াত পূর্বপুরুষদের জন্য তর্পণাদির বিশেষ সময় হিসেবে ধরা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, পিতৃপক্ষে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করে 'জলদান' বা তর্পণ করা হয়। পিতৃপক্ষে পরলোকগত পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। পঞ্জিকা অনুযায়ী, অমাবস্যার মধ্যে 'মহালয়া পার্বণ শ্রাদ্ধম' করা হয়ে থাকে। পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ সমাপন হয়।

মহালয়া শব্দটি এসেছে মহালয় থেকে। যার অর্থ বৃহৎ আলয় বা পরমাত্মা। ব্যাকরণগত দিক থেকে বহুব্রীহি সমাস মহান আলয় যাহাযাহাতে। মহালয়ের স্ত্রীলিঙ্গ মহালয়া। মহালয় একটি তিথি। এই তিথি আবার সংস্কৃতি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই বিশেষণ হিসেবে শব্দটি হয়েছে মহালয়া। যা আসলে শারদীয়া দুর্গাপুজোর আগের অমাবস্যা। অথবা, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। এককথায় সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ।

পিতৃপক্ষ কি

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যখন সূর্য বা রবিগ্রহ কন্যারাশিস্থ হয়, তখন তাকে পিতৃপক্ষ বলা হয়। তিথির সময়ের হ্রাস এবং বৃদ্ধি, পাশাপাশি মলমাসজনিত কারণে মহালয়ার অমাবস্যা তিথিটিও পিছোতে বা এগোতে পারে। বাংলার একই মাসে যদি দুটি অমাবস্যা পড়ে, তাহলে মল মাসের সূচনা হয়। এই সময় হিন্দুদের শুভক্রিয়া নিষিদ্ধ। পূজাও পিছিয়ে যায়।

শাস্ত্রে মহালয়া

স্কন্দপুরাণে মহালয়া শব্দটি পাওয়া গিয়েছে। অমৃত থেকে দৈত্যদের বঞ্চিত করতে ভগবান বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁর রূপের ছটায় অসুররা সম্মোহিত হয়েছিলেন। দৈত্যরাজ বলি তাঁকে বলেন, 'দেবীর মহৎ আলয়ে অনেক নিশ্চিত বোধ করছি আমরা।' দেবতারাও দেবী মোহিনীরূপী বিষ্ণুকে আরাধনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই মোহিনীরূপী বিষ্ণু যেহুতু দেবতাদের অমরত্বের মাধ্যমে রক্ষা করেন, তাই তিনি হয়ে ওঠেন দেবতাদের মহৎ আলয় বা আশ্রয়স্থল।

মহালয়ার সঙ্গে তর্পণের সম্পর্ক

কথিত আছে, প্রায় ১৪,৪৪০ বছর আগে ১৬ ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিতে এক মহালয় বা মহাপ্রলয় হয়েছিল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ স্থলভাগ জলের তলায় চলে গিয়েছিল। বাঁচার জন্য মানুষ উঁচু এলাকায় সরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আর্যঋষিগণ এই মহাপ্রলয় উপলক্ষে মঘা নক্ষত্রে বিষুবকালীন সূর্যকে পিতৃগণ নামে স্তব 'করেন। নানা অর্ঘ্য দিয়ে সূর্যের উপাসনা চালু হয়। যে কোনও অমাবস্যায় তর্পণের বিধির ব্যবস্থা নেই। শাস্ত্রে কেবলমাত্র পিতৃপক্ষে পক্ষকালব্যাপী তর্পণের কথা বলা হয়েছে। আবার তর্পণ বা তর্পণশ্রাদ্ধ পক্ষকালব্যাপী হলেও মহালয়া তিথিটিই তার মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত সময়।

যদিও এই তর্পণ কেবল পিতৃপুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। তপর্ন মন্ত্রে বলা হয়ে থাকে, যে বান্ধবা অবান্ধবা বা, যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্ত, যে চ অস্মৎ তোয়কাঙ্খিণঃ। অর্থাৎ বন্ধু ছিলেন কিংবা বন্ধু নন অথবা জন্মজন্মান্তরে বন্ধু ছিলেন তাঁদের জলের প্রত্যাশা তৃপ্তিলাভ করুক। আর তিথিটি শুভ কিংবা অশুভ তা বিচারের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে তর্পণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে তৃপ ধাতুর থেকে। তৃপ অনট, অর্থাৎ তৃপ্তিসাধন। যা অশুভ না ভাবা কাম্য।

মহাভারতেও এই ক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উত্তরায়ণের সময়কালে মৃত্যু বরণ করতে অর্জুনের হাতে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম পুণ্যতিথিটির অপেক্ষা করতে থাকেন। আর কর্ণের মৃত্যু পরবর্তীতে পৃথিবীতে ফিরে আসা এবং আশ্বিনের অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপুরুষকে জলদান করে স্বর্গে ফিরে যাওয়ার কাহিনি আমাদের সকলেরই জানা। তাই এই তিথির গুরুত্ব যে শুধু ধর্ম মতে তা নয়, পুরাণশাস্ত্রেও এই গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

মহালয়ার দিনের গুরুত্ব অনেকটাই। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে মহালয়ার পর প্রতিপদে যে বোধন হয় সে সময়ও সংকল্প করে দুর্গা পূজা করা যায়।যাকে বলে প্রতিপদ কল্পরম্ভা। মহাভারতের পাশাপাশি মহালয়ার ক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণেও। সেখানে লঙ্কা বিজয়ের আগে অকালে দেবীকে এই সন্ধিক্ষণে আরাধনা করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। পরবর্তীতে যা বাসন্তী পুজো নামেই সর্বজনবিদিত। পুরাণ, শাস্ত্র, ইতিহাস বলে যে আলয়ে অন্ধকার ক্ষণ লয় হয়ে আলোকে উদ্ভাসিত হয়, সেই সময়ের গুরুত্ব অসীম হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২৬ আশ্বিন (শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর) রাত ৯ টা ৫২ মিনিট থেকে অমাবস্যা শুরু হয়েছে। আজ ২৭ আশ্বিন (শনিবার, ১৪ অক্টোবর) রাত ১১ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত অমাবস্যা থাকবে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২৫ আশ্বিন (শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর) রাত ৯ টা ২৬ মিনিট ১০ সেকেন্ড থেকে অমাবস্যা শুরু হয়েছে। আজ ২৬ আশ্বিন (শনিবার, ১৪ অক্টোবর) রাত ১০টা ৪৯ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড পর্যন্ত অমাবস্যা থাকবে।

বোকারো স্টিল প্ল্যাণ্টের জমিতে অবৈধরুপে বসবাসকারী এবং দোকানগুলি ভেঙ্গে ফেলা হল ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে

বোকারো ঃ বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের প্রবন্ধন স্টিল প্ল্যান্টের জমিতে অবৈধ রুপে বসবাসকারী এবং দোকানগুলি ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে ভেঙ্গে দিল , রাস্তা থেকে ২০ মিটার জমিতে যারা দীর্ঘ দিন অবৈধ রুপে বাস করছিলেন এবং দোকান চালাচ্ছিলেন , তাদেরকে জমি খালি করার জন্য বলা হয়েছিল , কারন সেই জমিতে পানীয় জলের পাইপ ও বিদ্যুতের লাইন বিছানো হবে বলে জানা গেল । বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ও বোকারো জেনারেল হাসপাতাল কাছে এবং মজদুর ময়দানের কাছে যারা অবৈধ রুপে বাস করছিলেন তাদের ঘর ও দোকান জে সি বি দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া হল , ফলে বহু পরিবার এইখানে ঘর বানিয়ে সংসার করছিলেন , যাদের বাড়ির আসবাব পত্র ,বাসন কোসন ইত্যাদি সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল , জিনিসপত্র সরাবার পর সেই বাড়ি গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল । এই সময় বি এস এল'এর জি এম (ল্যান্ড ও এস্টেট) এ কে সিংহ, হাউসিং এলট্রেমঃট বিভাগের জি এম অলোক চাওলা, রাজেশ শর্মা, এস্টেট কোর্ট এর অধিকারী পি কে সিনহা সহ পুলিস অধিকারী জে সি বি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।বোকারো জেনারেল হাসপাতাল থেকে সেক্টর নাইন যাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযান চলবে আগামী দিনগুলিতে , কারণ বোকারো স্টিল প্ল্যাণ্টের বহু জমি অতিক্রমণ করে রেখেছে বহু বছর ধরে , যা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বহুদিনের ছিল।

কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের যাতায়াতের মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের যাতায়াতের মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সম্প্রসারিত পরিষেবা সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

সেই অনুযায়ী, ০৮০৪৭নং. (সাঁতরাগাছি গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ১৩ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার ১৮.০০ ঘণ্টায় সাঁতরাগাছি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৮০৪৮নং. (গুয়াহাটি সাঁতরাগাছি) স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১৬.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.৩০ ঘণ্টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, রামপুর হাট ও ডানকুনি হয়ে চলাচল করবে।

০৭০৪৬নং. (সেকেন্দ্রাবাদ ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটি ১৬ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার ১১.০০ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ২০.৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৭০৪৭নং. (ডিব্রুগড় সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ট্রেনটি ১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ০৯.১০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে শনিবার ১৬.৩০ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় নাহরকটিয়া, ডিমাপুর, লামডিং জং., গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, ডানকুনি, কটক, পালাসা ও গুন্টুর জং. হয়ে চলাচল করবে।

০৯৫২৫নং. (ওখা নাহরলগুন) স্পেশাল ট্রেনটি ১৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার ২২.০০ ঘণ্টায় ওখা থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৯৫২৬নং. (নাহরলগুন ওখা) স্পেশাল ট্রেনটি ২১ অক্টোবর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১০.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন থেকে রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৩.৩৫ ঘণ্টায় ওখা পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় রাঙাপাড়া নর্থ, ওদালগুড়ি, বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, কিষানগঞ্জ, বারাউনি জং., বারাণসী জং., গোয়ালিওর, উজ্জয়ন জং., আমেদাবাদ ও জামনগর হয়ে চলাচল করবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কাঁচা বাঁশের সাঁকো,থরথর করে কাঁপে,নিথর মানব মন, আশা একদিন হবে পাকা সেতু

মালদা ঃ কাঁচা বাঁশের সাঁকো,থরথর করে কাঁপে,নিথর মানব মন, আশা একদিন হবে পাকা সেতু। ১৯৯১ সাল থেকে এই আশায় করে আসছেন মালদহের ইংরেজ বাজার ব্লকের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় গোসাইপুর গ্রামের মানুষরা। কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি আজও। নড়বড়ে এই বাশের সেতু দিয়েই বিনোদপুর, মিল্কি, অমৃতি এবং বাঙ্গিটোলা অঞ্চলের মানুষরা যাতায়াত করে। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারেনা। বাঙ্গিটোলা হাসপাতাল হোক কিংবা হাইস্কুলে যেতে হলে এই নড়বড়ে সেতুর ওপর দিয়েই যেতে হয়। আর তা না হলে প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুড়তি পথে যেতে হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ভোট আসলে প্রতিশ্রুতি মিলে ভুরি ভুরি। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়নি আজও। তাই ভাগীরথী নদীর উপর অস্থায়ী এই নড়বড়ে বাশের সেতু দিয়েই হাসপাতাল হোক কিংবা স্কুল কলেজে যাতায়াত করেন গ্রামবাসীরা। এই নিয়ে শুক্রবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে পাকা সেতুর দাবিতে সোচ্চার হন। বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তাদের আরও অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ থাকালিন এই নদীর উপর পাকা সেতুর জন্য কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিন্তু মাটি পরীক্ষা ও বোর্ডিং প্রক্রিয়া হওয়ার পর আর দেখা মেলেনি প্রশাসনিক কোনো কর্তা বা আধিকারীদের। তাই দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে আজ বিক্ষোভে শামিল হন গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজু মিয়া কে ধরা হলে তিনি বলেন ওই এলাকায় দীর্ঘদিনের এই সমস্যা আমরা দেখে এসেছি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কাজের প্রক্রিয়া শুরু হলেও কোন একটি অজানা কারণে তা আবার বন্ধ হয়ে পড়ে। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ আসলে সেই সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান রাজু মিয়া।

চা বাগানে পাঁচ ডেসিমেল জমির পাট্টা নয় দিতে হবে জমির মালিকানা অর্থাৎ খতিয়ান এমনই দাবি তুলে শিলিগুড়িতে একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীকে মহকুমা শাসক মারফত স্মারকলিপি প্রদান করল ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটস

শিলিগুড়ি চা বাগানে পাঁচ ডেসিমেল জমির পাট্টা নয় দিতে হবে জমির মালিকানা অর্থাৎ খতিয়ান এমনই দাবি তুলে শিলিগুড়িতে একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীকে মহকুমা শাসক মারফত স্মারকলিপি প্রদান করল ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটস। শুক্রবার দুপুরে এয়ারভিউ মোড় থেকে মিছিল শুরু করে শিলিগুড়ি মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে আসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান থেকে তারা একত্রিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। এদিন তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মহকুমা শাসক মারফত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তারা জমা দেন। তাদের দাবি রয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে চা বাগান এলাকাতে বসবাসকারী মানুষদের পাঁচ ডেসিমেল জমি হিসেবে পাট্টা প্রদান করা হবে। তারা এর বিরোধিতা করছে তাদের দাবি বহু বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষেরা এবং তারা চা বাগান এলাকায় বসবাস করে এসেছে। ফলে তাদের পাট্টা নয়, জমির পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। জমির খতিয়ান প্রদান করার তারা দাবি তুলে ধরেন এবং পাঁচ ডেসিমেল পাট্টার যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তা যাতে তুলে নেওয়া হয় তারও দাবি জানানো হয়।

পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত চর লক্ষীপুর গ্রামে ভেঙে পড়ছে রাস্তার মাঝখানের কালভাট ।সমস্যায় চর লক্ষীপুরের সমস্ত গ্রামবাসী বৃন্দ

মালদা পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত চর লক্ষীপুর গ্রামে ভেঙে পড়ছে রাস্তার মাঝখানের কালভাট ।সমস্যায় চর লক্ষীপুরের সমস্ত গ্রামবাসী বৃন্দ । যেকোনো সময় জলের চাপে রাস্তার কালভার্ট সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে বলে জানান মুচিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত চরলক্ষীপুর গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী ।গত ছয় থেকে সাত মাস আগে পুরোপুরি ভাবে নতুন তৈরী করা হয় এই রাস্তা । গ্রামবাসীদের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঠিকাদার কাজ করার জন্য টিকছে না এই রাস্তা । দেখা দিচ্ছে মানুষের যাতায়াতের সমস্যা।

জমির পাট্টা নয়, জমির মালিকানার দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে মহকুমা শাসক মারফত স্মারকলিপি প্রদান

শিলিগুড়ি ঃ চা বাগানে পাঁচ ডেসিমেল জমির পাট্টা নয় দিতে হবে জমির মালিকানা অর্থাৎ খতিয়ান এমনই দাবি তুলে শিলিগুড়িতে একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীকে মহকুমা শাসক মারফত স্মারকলিপি প্রদান করলো ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটস। শুক্রবার দুপুরে এয়ারভিউ মোড় থেকে মিছিল শুরু করে শিলিগুড়ি মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে আসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদিন তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মহকুমা শাসক মারফত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তারা জমা দেন। তাদের দাবি রয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে চা বাগান এলাকাতে বসবাসকারী মানুষদের পাঁচ ডেসিমেল জমি হিসেবে পাট্টা প্রদান করা হবে। তারা এর বিরোধিতা করছে। তাদের দাবি বহু বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষেরা এবং তারা চা বাগান এলাকায় বসবাস করে এসেছে। ফলে তাদের পাট্টা নয়, জমির পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। জমির খতিয়ান প্রদান করার তারা দাবি তুলে ধরেন এবং পাঁচ ডেসিমেল পাট্টার যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তা যাতে তুলে নেওয়া হয় তারও দাবি জানানো হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুই যুবকের মধ্যে একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার বাস ও স্কুটির সংঘর্ষে আহত দুজনের মধ্যে মৃত্যু হল এক যুবকের। আরেকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।মৃত যুবকের নাম হামিদার আলী ও আহত যুবকের নাম আইয়ুব আলী।তাদের বাড়ি বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরবান এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত যুবক হামিদারের পরিবারে স্ত্রী ও দুই সন্তান ছাড়াও বৃদ্ধ বাবামা রয়েছেন।রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। তার মৃত্যুতে বর্তমানে অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবারটি।শুক্রবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ, দলনেতা বিজয় দাস সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য,বৃহস্পতিবার ফালাকাটা - শিলিগুড়ি রুটের একটি বাস শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল।সেইসময় ভুটকিহাট এলাকায় একটি স্কুটিকে ধাক্কা মারে বাসটি। স্কুটিতে থাকা দুই যুবক ছিটকে পড়ে।গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।জখম দুই যুবকের মধ্যে হামিদার আলীর মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ বলেন, হামিদার রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারটি খুব গরিব। আমরা তাদের পাশে আছি। পরিবারটি যাতে সরকারি সাহায্য পায় সেই চেষ্টা করবো। পাশাপাশি আহত যুবকের পরিবারকেও সহযোগিতা করা হবে বলে জানান তিনি।

ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআইএর) কাজ কি, তা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন কর্মকর্তারা

মালদা ঃ ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআইএর) কাজ কি, তা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন কর্মকর্তারা। শুক্রবার দুপুরে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী এফসিআই অফিস সংলগ্ন কনফারেন্স রুমে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। যেখানে এফসিআইয়ের মালদা শাখার পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে পড়ুয়াদের সামনে এফসিআই যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী যেমন চাল , ডাল, গম মজুদ করা হয়, সেগুলি কিভাবে বন্টন করা হয় , কারা সেই খাদ্য সামগ্রী গুলো পেয়ে থাকেন এবং এতে ভারত সরকার কিভাবে কাজ করছে এরকমই নানান বিষয় নিয়েই এদিন এফসিআইএর মালদা শাখার কর্মকর্তারা, পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন। এফসিআইএর অফিস গোডাউন এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কিভাবে মজুদ রাখা হয় তাও পড়ুয়াদের ঘুরিয়ে দেখান। এই সেমিনারের মাধ্যমে এফসিআই এর কাজের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাও উপস্থিত কর্তারা স্কুল পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন।

দীর্ঘ নাটকীয় ঘটনার অবসান,অবশেষে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলো বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ নাটকীয় ঘটনার অবসান।দুদিন বোর্ড গঠনের তারিখ পরিবর্তনের পর,অবশেষে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলো বিজেপি। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন শেষে এতদিন পর গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন সম্পন্ন হলো।এদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ২১ জন সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত হন।কোনো দলকে সমর্থন নয়, তাই সিপিএম থেকে জয়ী দুজন পঞ্চায়েত সদস্য এদিন আসেননি। উল্লেখ্য, গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৩ টি । তারমধ্যে বিজেপি পায় ১১ টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৯ টি, সিপিএম ২টি ও নির্দল পায় ১ টি আসন। অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত। যে কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে মরিয়া চেষ্টা চালায় যুযুধান দুই পক্ষই বিজেপি ও তৃণমূল।গত ৯ ই আগস্ট গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন বিডিও অফিসের আধিকারিকরা উপস্থিত হননি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। ফলে সেদিন বিজেপি ও নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি বিডিও অফিসের আধিকারিকদের গ্রাম পঞ্চায়েতে আসতে বাধা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস বলে অভিযোগ করে বিজেপি। যে কারণে সেদিন বোর্ড গঠন ভেস্তে যায়। পরবর্তীকালে ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়নি।তবে এদিন নির্দল পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থনে গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল বিজেপি। প্রধান নির্বাচিত হলেন বিজয় রায়, উপপ্রধান হলেন কৃষ্ণা রায় । অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাপ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। বোর্ড গঠনের পর বিজয়া উল্লাসে মেতে উঠেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

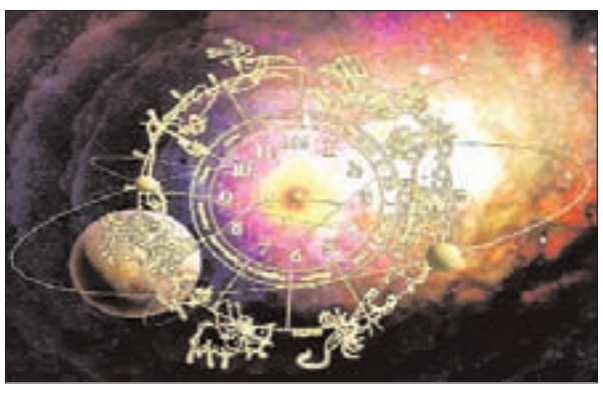

আজকের দিনটি

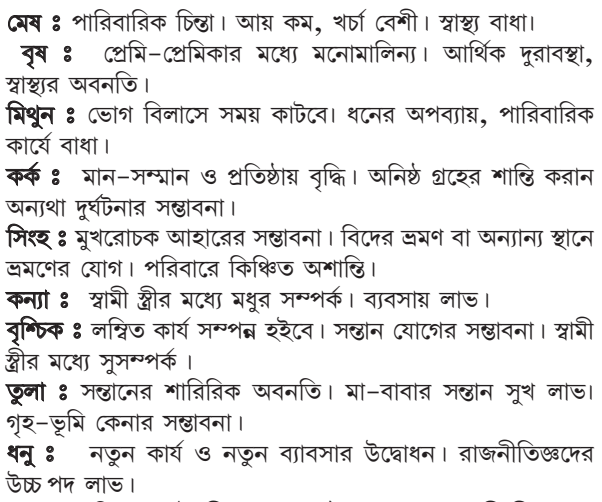

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মণিপুরে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা ঃ রাষ্ট্রের ভূমিকা ও গণতন্ত্র

সুদর্শনা চক্রবর্তী

মণিপুর ঃ মণিপুর জনজাতি দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। হাতে গোনা কয়েক দিন সাময়িকভাবে শান্ত থাকা পর সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে মণিপুরের এক ভয়াবহ হিংসার ভিডিও যেখানে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে জনতা। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে গত ৪ মে দুই কুকি মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনা ঘটেছিল, যে ভিডিও পরে ভাইরাল হয়ে পড়ে সারা ভারতে আলোড়ন ফেলে দেয়। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই আগুন লাগানোর ঘটনাটি ওই একই দিনে কংপোকপি এবং থৌবল জেলার সীমানায় ঘটেছিল।

দুই কুকি মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানো ও গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে থৌবল জেলায়। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং ঘটনার ভিডিও সামনে আসার পর বলেছিলেন, দোষীদের কাওকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। কুকি মহিলাদের উপরে এই সহিংসতার ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েক জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এক নির্যাতিতা তার বয়ানে বলেছেন, ওই একই দিনে মেইতেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের হাতে নিহত হন তার বাবা এবং ভাই।

২১ বছরের ওই মহিলা 'জিরো এফআইআর' দায়ের করেন সাইকুল থানায়। তিনি বয়ানে বলেছিলেন, ৪ মে তাদের বিবস্ত্র করে গ্রামে হাঁটানো ও গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল বি ফাইনম গ্রামের কাছে থৌবল জেলায় তৌবু গ্রামের পাশে। তিনি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণসহ একাধিক অভিযোগ আনেন।

ঘটনার দিন প্রায় ১০০ জন দুষ্কৃতী গ্রামে ঢুকেছিল বলে জানান নির্যতিতা, যাদের অনেকের হাতে ছিল, একে৪৭, ইনসাস সহ আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রামে ঢুকে তারা নির্বিচারে বাড়িতে আগুন ধরায়, গুলি চালায়।। সেসময় নির্যাতিতাসহ তার পরিবারের তিন মহিলা এবং তার বাবা এবং ভাই প্রাণ বাঁচাতে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়েন। এরপর নংপোক সেকমাই থানা থেকে পুলিশকর্মীরা গিয়ে তাদের উদ্ধার করেন। কিন্তু থানায় ফেরার পথেই দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয়।

তিনি জানান, এরপরই তিন মহিলাকে খুনের ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক বিবস্ত্র করানো হয়, সেই অবস্থায় ঘোরানো হয় ও গণধর্ষণ করা হয়। করা হয় পুরো ঘটনার ভিডিও। এই হামলাকারী জনতাই তার বাবা এবং ভাইকে হত্যা করে বলেও তিনি দাবি করেন। নির্যাতিতার বয়ানের প্রেক্ষিতেই নতুন এই ভিডিয়োটি ঘিরে ফের মণিপুরের হিংসার চিত্র সামনে এসেছে। এবং এই বয়ানের ভিত্তিতেই পুলিশ অনুমান করছে ভিডিওতে দেখতে পাওয়া নিহত ব্যক্তি নির্যাতিতার বাবা বা ভাই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরে বিভিন্ন জনজাতি-আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। এই মণিপুর গত মে মাস থেকে সংবাদ শিরোনামে। সেখানকার মেইতেই ও কুকি-যো জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বহু সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন, ঘরছাড়া অসংখ্য মানুষ। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দুই গোষ্ঠীর মানুষই এই সহিংসতায় স্বাভাবিক জীবন হারিয়েছেন। এই সহিংসতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতায়। মণিপুরে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। ভারতের রাজনীতিতে যেসব রাজ্যগুলিতে বিজেপি শাসন সেখানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কথা মাথায় রেখে বলা হয় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার চলছে। তবে রাজনৈতিক মহল তথা নাগরিক সমাজের বক্তব্য, মণিপুরের জনজাতি দাঙ্গা বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এই 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার।

রাজ্যে সংখ্যাগুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যালঘু কুকি-যো গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে সারা দেশের প্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিরূপ বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিংসাদীর্ণ মণিপুর পরিদর্শন করেছিলেন একবার, মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুরের জনজাতি দাঙ্গা বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেননি শুধু তাই নয়, বিশেষ কোনও মন্তব্যও করেননি। যার ফলে হিংসা নিয়ন্ত্রণ প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল হয়ে ওঠে। হিংসা শুরুর সময়েই দুই আদিবাসী কুকি-যো মহিলাকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্যে হাঁটানো ও তারপর তারা সহ আরও একজন নারীর উপরে যৌন হেনস্থা ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় আড়াই মাস পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এই বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ভিডিওটি। এবং তারপরেই সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে নারী অধিকার আঃেদালনকর্মী, রাজনৈতিক মহল থেকে না্গরিক সমাজ সকলেই এই ঘটনায় শিউরে ওঠেন ও দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন।

এরপর ঘটনা পরম্পরায় যা ঘটে -

ক) মণিপুরেও এই ঘটনায় সরব হন সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষেরা। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ অভিযুক্ত মেইতেই ব্যক্তির বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ায় যোগ দিয়েছিলেন মেইতেই গোষ্ঠীর মহিলারাও।

খ) ওয়াকিবহাল মহলের মতে ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরে এই ভিডিও সামনে আসার কারণ সংখ্যাগুরু মেইতেই গোষ্ঠী সংখ্যালঘু কুকি-যো গোষ্ঠীর মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ বজায় রাখতে চায়।

গ) এই ঘটনা সামনে আসায়, মণিপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও এই ঘটনাকে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ঘ) দেশের শীর্ষ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট মণিপুর তথা কেন্দ্রের সরকারকে জানায় যদি তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারেন, তবে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।

ঙ) সোশ্যাল মিডিয়ায় আদিবাসী মহিলাদের প্রতি সহিংসতার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর একাধিক মামলা দায়ের হয়, সুপ্রিম কোর্টে। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যৌন হেনস্থায় নির্যাতিতা দুই মহিলা ন্যায়ের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

চ) জুলাই মাসের শেষে সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয় এই বলে যে, তারা যেমন চান এই ঘটনায় নির্যাতিতারা দ্রুত ন্যায় পান, তেমনি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াও অনুসরণ করতে চান তারা। যদিও অভিযোগকারী নির্যাতিতারা সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তবে দেশের শীর্ষ আদালত নিজেদের সিদ্ধান্ত বজায় রাখেন।

ছ) অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি সিবিআই এই ঘটনার তদন্তের জন্য ৫৩ সদস্যের এক তদন্তকারী দল গঠন করেছে। তার মধ্যে ২৯ জন মহিলা আধিকারিকদের রাখা হয়েছে কারণমণিপুরে শুধু এই ঘটনাই নয়, প্রায় ১২টি এফআইআর জমা পড়েছে মহিলা নির্যাতিতাদের।

জ) সরকার পক্ষের আইনজীবী বারেবারেই এই ঘটনাকে বিভিন্ন অবিজেপি-রাজ্যের নারী নির্যাতনের সঙ্গে তুলনা করতে চাইলেও প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাকে কোনওভাবেই অন্য রাজ্যের সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না।

ঝ) সুপ্রিম কোর্ট মণিপুরে এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ে কতজন মহিলা যৌন নির্যাতিতা হয়েছেন তার সঠিক সংখ্যা তলব করেছিল রাজ্য সরকারের কাছে।

ঞ) মণিপুর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা ভাঙতে বিরোধীরা দেশের সংসদে বাদল অধিবেশনে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। বিতর্কের শেষ দিন জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত কম সময়ের জন্য মণিপুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তার আগেই অবশ্য বিরোধীরা তার ভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়ে ওয়াক আউট করেছিলেন।

ট) ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ অগাস্টের দিন রাজধানী দিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুর বিষয়ে শুধু বলেন, সারা দেশ মণিপুরের মানুষের পাশে রয়েছে। একমাত্র শান্তির মধ্যে দিয়েই সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমস্ত চেষ্টা করছে, যাতে সমাধান সূত্র বের করা যায়।

ঠ) সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট জানায় সিবিআই মণিপুরে মহিলা ও শিশুদের উপর হওয়া সহিংসতার ঘটনার তদন্ত কেমন এগোচ্ছে তার তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করা মহারাষ্ট্র পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল দত্তাত্রয় পডসালগিকর-এর রিপোর্ট-এর জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করবে।

এই ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে যে চিত্রটি উঠে আসছে তা যেমন একদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারের ভূমিকা এবং বিচারব্যবস্থার সক্রিয় হয়ে ওঠার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি আবারও মনে করিয়ে দেয় দাঙ্গা বা যেকোনও হিংসা-বিধ্বস্ত সময়েই নারী শরীর হয়ে ওঠে দাবার ঘুঁটি। যে পক্ষই হোক না কেন, অপর পক্ষের নারী শরীরকে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনের অন্যতম হাতিয়ার বলে ধরে নেয় তারা। ঠিক এভাবেই দুই জনজাতি গোষ্ঠীর লড়াইতেও সংখ্যালঘু নারী শরীর নিগৃহীত হয়, এবং তা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার আস্ফালন হয়ে দেখা দেয়।

ভারতে ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করলে আদিবাসীদের মধ্যে সমস্যাগুলি মেটানো সম্ভব হবে ঃ মানবাধিকার কর্মী ইরম শর্মিলা চানু

মণিপুর তথা উত্তর-পূর্ব ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার কারণে বিগত বহু বছর ধরে সেখানে উগ্রপন্থা দমনের নামে রাষ্ট্রের আফস্পা বা আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট প্রচলিত থাকায় নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ, প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্রমশ দানা বেঁধেছে বছরের পর বছর ধরে। রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন যত বেড়েছে ততই আফস্পা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন ঘনীভূত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী ইরম শর্মিলা চানু মণিপুরে দীর্ঘ ১৬ বছর টানা আন্দোলন করেছিলেন আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে।

জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিচিত হয়ে ওঠা মানবাধিকার কর্মী ইরম শর্মিলা চানুর ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, এই ঘটনার কথা জানতে পেরে আমি অবশ হয়ে গেছিলাম। জনজাতি গোষ্ঠীর এই দাঙ্গায় সংখ্যালঘু কুকি-যো গোষ্ঠীর উপর নানা রকম আরোপ লাগানো হচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম হল তারা মণিপুরের আইনসম্মত নাগরিক নন। এই প্রসঙ্গে ইরম শর্মিলা চানু জানালেন, কুকি-রা মোটেই বেআইনি নাগরিক নন। সকলেরই ইতিহাসটুকু জানা প্রয়োজন। নিজের দেশে, নিজেদের রাজ্যে কীভাবে তারা বেআইনি নাগরিক হতে পারেন? তিনি মনে করেন, কুকি-যো এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য, আসলে ভারতের ভূমি সংস্কার আইনে বদল আনতে হবে। কুকি-যো এবং মেইতেই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পেছনে একটা বড় কারণ অবশ্যই জমির অসম বঃটন। ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যাগুলি মেটানো সম্ভব হবে এবং তাতে সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, মত ইরম শর্মিলার। আদিবাসী মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় মেইতেই নারীরা মূলত যারা রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বারেবারেই সোচ্চারে প্রতিবাদ করেছেন, তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতে ইরম শর্মিলা বলেন, মণিপুরের মহিলারাও পিতৃতন্ত্রেরই অংশ। তারা পারিবারিক হিংসা, নানারকম বৈষম্যের শিকার। বাইরে সকলে শুধু ক্ষমতায়ণ হওয়া মণিপুরী নারীদের কথা জানতে পারেন, কিন্তু সেটাই বাস্তব নয়। আদিবাসী মহিলাদের যৌন নিগ্রহের ঘটনায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা নিয়ে তার স্পষ্ট বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীকে তো জবাবদিহি করতেই হবে। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তাকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং মণিপুরে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে যে সহিংসতা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। মনে রাখা দরকার আমরা গণতন্ত্রে বাস করি, কোনও স্বৈরাচারী শাসনে নয়।

নারীশরীর একটা যুদ্ধক্ষেত্র ঃ ভারতের বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্যাট্রিশিয়া মুখিম

প্যাট্রিশিয়া মুখিম একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং শিলং টাইমস-এর সম্পাদক। ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, তথ্য অনুসন্ধানকারী দল যারা সেখানে গেছেন, তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে যে সরকারের দ্বারাই এই হিংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দলের বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের হয়। অর্থাৎ যারাই এই ব্যাপারে মুখ খুলতে যাবেন, তাদের বিরুদ্ধেই সরকার-প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে এমন একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে, সরকারের এটাই এখন কাজের পদ্ধতি। সারা উত্তর-পূর্ব ভারতেই প্রতিবাদ হচ্ছে, শিলং-এও হয়েছে। শুধু নারী সংগঠন নয়, সকলেই করছে। অরুণাচল প্রদেশে হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে উওমেন'স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদে শামিল হন। মিজোরামে যে প্রতিবাদ হয়, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে নিশ্চিতভাবেই প্রতিবাদ হচ্ছে, কিন্তু দেশের অন্য রাজ্যের বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। খুব বেশি নারীবাদী সংগঠনকে আমি দেখেনি যারা এখনও প্রতিবাদে শামিল হয়ে, যা বলা প্রয়োজন তা বলছেন। তার একটা বড় কারণ ২০১৪ সাল থেকে তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আবারও নারীকেই ব্যবহার করা হল দাঙ্গায় হিংসা ছড়ানোর মাধ্যম হিসাবে, সে প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, নারী শরীর একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নারী শরীরকে যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষ ব্যবহার করে যুদ্ধস্থল হিসাবে, বিরোধী পক্ষের পুরুষদের নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেওয়ার জন্য ও লড়াইয়ের জন্য তাদের অনুপযুক্ত করে দেওয়ার জন্য। এবার আমাদের নিজেদের দেশেই তা ব্যবহৃত হচ্ছে, গৃহযুদ্ধে। এবং তা হচ্ছে কোনওরকম জবাবদিহি না করেই। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখনও পদে আছেন কী করে? কী করে তিনি সেই অনুমতি পাচ্ছেন? এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া উচিত ছিল, কারণ সেখানে ইতিমধ্যেই আর্টিকেল ৩৫৫ জারি রয়েছে, যদিও তা অত্যন্ত অস্বচ্ছভাবে আনা হয়েছে, লিখিত কিছুই নেই, সবটাই মুখের কথায়। উর্দিধারী বহু আধিকারিককে রাজ্যে আনা হচ্ছে, কিন্তু তাদের হাত বাঁধা, কারণ তারা কিছুই করতে পারবেন না, তখন বলা হবে তারা নৃশংসতা করছেন। খুবই জটিল পরিস্থিতি। ভারতের গণতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে কী চান? এই দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমি রাষ্ট্রকে এই পরিস্থিতির জন্য জবাবদিহি করতে দেখতে চাই। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কেন? কেন এই মুখ্যমন্ত্রী তার দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন? ভবিষ্যতে অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী একই জিনিস করতে পারেন, এই হিংসা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাগরিক সমাজের কন্ঠস্বর খুবই কম শোনা যাচ্ছে। একটা গণতন্ত্রে যদি নাগরিক সমাজের কন্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা মৃতবৎ হয়ে যায়, উত্তরে বললেন প্যাট্রিশিয়া।

'দিদিকে বলো'তে নালিশ জানানোয় বৃদ্ধ দম্পতিকে মার?

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ জানানোর জেরে মার খেতে হলো বৃদ্ধা দম্পতিকে। অভিযোগ, শাসক দলের সঙ্গে যুক্তরা এই কাজ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে 'দিদিকে বলো' বলে একটা কর্মসূচি আছে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশাসনিক বিষয়ে নালিশ জানাতে পারে সাধারণ মানুষ। ২০১৯ থেকে এই কর্মসূচি চলছে। পাঁচ লাখ মানুষ তাদের অভিযোগ জানিয়েছেন। ভোটকুশলী প্রশান্তকিশোরের পরামর্শ মেনে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সেখানেই নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন অলোক মজুমদার বলে এক বৃদ্ধ। তারপরই একশজন স্ত্রী-পুরুষকে নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী তাকে ও তার স্ত্রীকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। কাউন্সিলারের স্বামী বলেছেন, এই অভিযোগ মিথ্যা। তার পাল্টা দাবি, অলোক মজুমদার ড্রেন পরিষ্কার করতে দেন না। ডেঙ্গু হচ্ছে বলে তা পরিষ্কার করে দেয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। এলাকাবাসীর বক্তব্য, উত্তর দমদম পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তর প্রতাপগড় এলাকার কিছু পরিবার বিরোধী দলের সমর্থক। তার মধ্যে মজুমদার পরিবারও আছে। সেখানকার কয়েকটি পরিবার 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানান। তারপরই ইঞ্জিনিয়ার এসে সব দেখে যান। 'দিদিকে বলো'র নিয়মানুযায়ী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগকারীকে জানানো হয়, কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অভিযোগ, ইঞ্জিনিয়ার আসার পর ক্ষুব্ধ হন তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী।

অলোক মজুমদারের বলেছেন, ''বিজেপি, সিপিএমের ভোটার থাকায় রাস্তা হয় না। তাদের ওয়ার্ডে কাজ হয় না। দিদিকে বলো-তে অভিযোগ জানানোর পর আমার স্ত্রীকে মারধর করা হয়। আমাকেও মারে। আমরা খুব ভয়ে আছি।''

বিজেপি-র নেতা কিশোর করের অভিযোগ, ''বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অপরাধে সেখানে সব কাজ বন্ধ। রাস্তায় জল। নিকাশীর চেষ্টা নেই। দিদিকে বলোতে অভিযোগ করা হয়েছে বলে, মারধর করা হচ্ছে। বাড়িতে গিয়ে হামলা হয়েছে।''

ক্ষুধাসূচকে আরো নিচে ভারত, মানছে না সরকার

নয়া দিল্লি ঃ সম্প্রতি বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের স্থান সেখানে আরো নিচে নেমেছে। সমীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান ছিল ১০৭ নম্বরে। এবছর তা আরো চার বেড়েছে। ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান এখন ১১১ নম্বরে। শিশুদের অপুষ্টির হারের দিক থেকেও ভারতের অবস্থা ভয়াবহ। দেশে শিশুদের অপুষ্টির হার ১৮ দশমিক সাত শতাংশ। গোটা বিশ্বে যা সর্বোচ্চ। ভারতের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, যে পদ্ধতিতে এই সমীক্ষা হয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত। ভারতের পরিস্থিতি এত খারাপ নয়। সমীক্ষাটি অভিসন্ধিমূলক বলেও দাবি করা হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে ভালো। পাকিস্তান আছে ১০২ নম্বরে। বাংলাদেশ ৮১ নম্বরে। নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা যথাক্রমে ৬৯ এবং ৬০ নম্বরে। রিপোর্টের দাবি, ভারতে ১৬ দশমিক ছয় শতাংশ মানুষের যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর খাবার জোটে না। ১৫ থেকে ২৪ বছরের নারীদের মধ্যে ৫৮ দশমিক এক শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগেন। পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার তিন দশমিক এক শতাংশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, মাত্র তিন হাজার স্যাম্পেল সাইজে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। ফলে সমীক্ষাটি ত্রুটিপূর্ণ। গোটা দেশের পরিস্থিতি এখানে উঠে আসেনি। বস্তুত, কেন্দ্রের দাবি, এদেশে শিশু অপুষ্টির হার সাত দশমিক দুই শতাংশের নিচে। বহুদিন ধরেই এই পরিসংখ্যান আছে। ফলে নতুন রিপোর্টের বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য সহমত নয় কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, সরকারের অপারগতা স্পষ্ট হয়েছে রিপোর্টে। কেন্দ্র এখন সত্য ধামা চাপা দিতে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে।

টুকরো খবর

আভদিভকার দখল নিয়ে ইউক্রেন-রাশিয়া তীব্র লড়াই

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেন জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার দাবি, তারা শহরটি দখল করেছে। পূর্ব দনবাসের শহর আভদিভকার। গত কয়েকদিন ধরে এই শহরটির দখল নিয়ে ইউক্রেনের সেনার সঙ্গে রাশিয়ার সেনার তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়ার সেনাকে তারা ওই অঞ্চলে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে। শহরটি এখনো তাদের দখলেই আছে। রাশিয়ার সেনা পিছু হটেছে। কিন্তু রাশিয়ার দাবি ঠিক তার উল্টো। তারা জানিয়েছে, ওই ফ্রন্টে তাদের সেনা কিছুটা হলেও এগোতে পেরেছে। শহরের একাংশ দখল এখন তাদের হাতে। অর্থাৎ,রাশিয়ার দাবি ইউক্রেনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, রাশিয়ার যে ওই অঞ্চলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যুদ্ধাস্ত্র ছেড়ে রাশিয়ার সেনা পালিয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। তবে শহরটি কার দখলে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। চেক রিপাবলিক এবং ডেনমার্ক একত্রে সাহায্য করছে ইউক্রেনকে। চেক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করছে ইউক্রেনকে। তারা জানিয়েছে, ইউক্রেনকে ৫০টি যুদ্ধের গাড়ি,

আড়াই হাজার পিস্তল, সাত হাজার রাইফেল, ৫০০টি লাইট মেশিনগান এবং ৫০০টি স্নাইপার দেওয়া হচ্ছে। ডেনমার্কও এই অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ দিয়েছে। ইউক্রেনকে এই সাহায্য করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল ডেনমার্ক। তবে এর জন্য ঠিক কত অর্থ খরচ হয়েছে, তা জানানো হয়নি। ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে তারা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক অস্ত্রও দিতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার অলিম্পিক কমিটিকে ব্যান বা প্রত্যাখ্যান করছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অলিম্পিক কমিটির বক্তব্য, রাশিয়া ইউক্রেনের চারটি জায়গা দখল করেছে এবং সেই চারটি জায়গাকে সমর্থনের জন্যই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে। রাশিয়া লুহানস্ক, ঝাপরিঝ্যিয়া, দনেৎস্ক এবং খেরসনের অলিম্পিক কমিটিকে নিজেদের হাতে আনার চেষ্টা করেছিল। সে কারণেই অলিম্পিক কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আলিম্পিক কমিটি জানিয়েছে, এর ফলে রাশিয়ার অ্যাথলিটদের আন্তর্জাতিক আয়োজনে অংশ নিতে অসুবিধা হবে না। তারা নিরপেক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু দেশের পতাকা নিয়ে মাঠে নামতে পারবেন না তারা। ইউক্রেন অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

'বছরের পর বছর ধরে এই যে একটা খেলা, হামাস সেটা বদলে দিতে চায়'

ইসরায়েলের ভূখন্ডে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর গত এক সপ্তাহ যাবত গাজায় তীব্র বোমা বর্ষণ করছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলার গাজা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। হামাস-ইসরায়েল সংঘাতে দু'পক্ষেই বহু বেসামরিক মানুষের হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যে একধরণের শান্তিপূর্ন অবস্থার মধ্যে হঠাৎ এই সংঘাতের পরিণতি কী? হামাস আসলে কী চায়? এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যে কী প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে? হামাস ইসরায়েলে ঢুকে দেশটির সেনাবাহিনীকে পরাজিত করবে এমন সক্ষমতা তাদের নেই। আবার ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকা দখল করে দিনের পর দিন সেটা ধরে রাখবে হামাসের পক্ষে সেটাও সম্ভব না। বাস্তবে সেটা হয়ওনি। এমনকি ইসরায়েলের বিমান হামলা মোকাবেলা করার ক্ষমতাও হামাসের নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হামাস তাহলে এতো সুচিন্তিতভাবে ইসরায়েলে এমন একটি হামলা কেন করতে গেলো? এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকরা। প্রথমত, গত রমজানে আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলের সেনাবাহিনী যে অজেয় নয়, সেটা প্রমাণ করা। তবে হামাসের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ভিন্ন। মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র

ফেলো খালেদ এনগিন্দি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলছেন, হামাস মূলত ঃ চায় ফিলিস্তিনের ইস্যুগুলোকে আবারো আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে। তিনি বলেন, গাজার পরিস্থিতি মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। রকেট হামলা হবে-এরপর হবে পাল্টা বিমান হামলা। কয়েকদিন পর আবার যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্তু গাজাবাসীর বাস্তবতার পরিবর্তন হবে না। বছরের পর বছর ধরে এই যে একটা খেলা, হামাস সেটা বদলে দিতে চায়। তারা চায়, গাজার চিরস্থায়ী অবরুদ্ধ দশার সমাধান হোক। এমন একটা উপায় বের করা হোক যেটা ইসরায়েলের দখলদারিত্বের সমাপ্তি টানবে, নতুন বসতি স্থাপন বন্ধ করবে। একই মত দিচ্ছেন ইসরায়েল ভিত্তিক থিংক ট্যাংক দ্য ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ (আইএনএসএস) এর জ্যেষ্ঠ গবেষক ইয়োহানা জোরেফ। তবে তার মতে, ফিলিস্তিন ইস্যুকে আবারো আলোচনায় আনার পাশাপাশি আরো দুটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে চায় হামাস। সেটা হচ্ছে, জিম্মিদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী হামাস নেতাদের মুক্ত করা এবং আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। হামাস যে উদ্দেশ্যেই ইসরায়েলে হামলা করুক না কেন, সেটা কতটা পূরণ হবে তা নিশ্চিত নয়। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, সেটা হচ্ছে, হামাস-ইসরাইল সংঘাত সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে ওঠা নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বদলে দেবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যেখানে আরব দেশগুলোর অনেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরিতে মনযোগ দিয়েছে এবং ফিলিস্তিন ইস্যুকে বাইরে রেখে একান্তই নিজেদের ইস্যু নিয়ে এগোতে চেয়েছে। তুরস্ক, মিশরের পর আব্রাহাম অ্যাকর্ডের মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব-আমিরাত মরক্কোর মতো দেশগুলো। এখন সেটাই ভাটা পড়বে। তুরস্কের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষক মুরাত আসলান বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখা হামাসের জন্য ছিলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এখন যে পরিস্থিতি তাতে বেশি লাভ হবে ইরানের। এখানে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে ইরান। কারণ, ইসরায়েল ইরানকে পাশ কাটিয়ে তুরস্ক, মিশর, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে এনেছিলো। কিন্তু এখন এটা হোঁচট খাবে। কারণ, ইসরায়েল গাজায় যতো বেশি হামলা করবে, আরব দেশগুলোর জনমনে ততবেশি ক্ষোভ তৈরি হবে। ফলে সেসব দেশের জন্য ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে। ইরান সেটাই চায়। বিবিসিকে বলছিলেন মুরাত আসলান। এখন সেটা প্রায় অসম্ভব বলেই মত দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা। মুরাত আসলান বলছেন, আরব জনমত ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ। ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া যতো নিষ্ঠুর হবে, জনমনে ততো ক্ষোভ তৈরি হবে। ফলে এর মধ্যে সৌদি আরবের পক্ষে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগী এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস এর সিনিয়র ফেলো অ্যারন ডেভিড মিলারও বলছেন একই কথা। দেখুন, হামাস এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে যেখানে ইসরায়েল-সৌদ শান্তিচুক্তি এখন প্রায় অসম্ভব, বলেন মি. কার্নেগী। মার্কিন মধ্যস্থতায় যে ইসরায়েল-সৌদি শান্তি আলোচনার উদ্যোগ ছিল, সেখানে ইসরায়েল কিংবা মোহাম্মদ বিন সালমান কেউই ফিলিস্তিনীদের দাবিকে সামনে আনেনি। এখন সেই চুক্তি অসম্ভব।

জানা অজানা

নারী ও পুরুষ কখনো এক হতে পারে না

সুনীল কুমার দে

নারী ও পুরুষ কোনোদিন এক হতে পারে না।সৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ দুটি পৃথক সত্তা।আমার কথা শুনে বর্তমান প্রগতিশীল যুগের নর নারীরা হয়তো বলবেন, কেন,বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষ দুই সমান,কোনো ভেদ নেই। বর্তমান যুগে নারী পুরুষের মতো সব কাজ করছে,সব কিছু হচ্ছে,একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে।সব কিছু ঠিক।বর্তমান যুগে নারী সব কাজ করছে।নারী কোনো অংশে কম নয় কিন্তু নারী কি কখনো পুরুষ বা পুরুষ কখনো নারী হতে পারে।মেডিক্যাল সায়েন্স আজ কাল তাও করছে কিন্তু এটা প্রাকৃতিক নিয়ম নয়।নারীর শরীরের গঠন আলাদা তাই তার পোশাক ও সাজ সজ্জা ও আলাদা।পুরুষের শরীরের গঠন আলাদা তাই তার পোশাক আলাদা।পুরুষের পোশাক পরলে নারী কখনো পুরুষ হতে পারে না বা মানায় না।তেমনি নারীর পোশাক যদি পুরুষ পরে তবে সেও নারী হতে পারে না বা মানায় না।চুল হলো নারীর সন্দর্য্য তেমনি দাড়ি হলো পুরুষের সন্দর্য্য।নারী সন্তানের জন্ম দিতে পারে ও মা হতে পারে কিন্তু পুরুষ সন্তানের জন্ম দিতে পারে না কিন্তু পিতা হতে পারে।পুরুষ নারীর মত সন্তান লালন পালন করতে পারে না।একজন নারী একজন পুরুষের কাছে ভগিনী,জননী,পত্নী ও কন্যা রূপে স্নেহ ও সেবা দিতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ একজন স্বামী,ভাই,পুত্র ও বাবা হতে পারে ও কর্তব্য দায়িত্ব পালন করতে পারে।একজন নারীর মধ্যে ভগবান কিছু বিশেষ গুন দিয়েছেন যা পুরুষের মধ্যে নেই আবার কিছু বিশেষ গুন ভগবান পুরুষ কে দিয়েছেন যা নারীর মধ্যে নেই তাহলে নারী ও পুরুষ সমান ওএক হবে কি করে।তবে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত,কর্তব্য ও দায়িত্ব এক হওয়া উচিত।সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান হওয়া উচিত।নারীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার বন্ধ হওয়া উচিত,এগুলো কথার কথা কিন্তু নারীকে কখনো পুরুষ বা পুরুষ কে কখনো নারী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় বা স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।নারী ও পুরুষ এক অন্যের পরিপূরক, নারী ও পুরুষ একটি পাখির দুই ডানা তাই সমাজের দুজনই মহত্ব আছে ও প্রয়োজন আছে।সৃষ্টি চালানোর জন্য ভগবান আলাদা করে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন যা কোনোদিন সমান ও এক হতে পারে না,পরিপূরক হতে পারে।তাই নারী কে পুরুষের ও পুরুষ কে নারীর অনুকরণ করা উচিত নয়।সৃষ্টিতে দুটি পৃথক সত্তা,আছে ও থাকবে চিরকাল।তাই নারী ও পুরুষ কে নিজের নিজের জায়গায় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা উচিত তবেই ঘর,পরিবার ও সংসার সুখের হবে ও সুন্দর হবে।

গাজার উত্তর থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১১ লাখ ফিলিস্তিনিকে সরতে বলেছে ইসরায়েল

জাতিসংঘের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী সংস্থাটিকে জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত সব মানুষ গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সরিয়ে হোক।

জাতিসংঘ বলছে, ওই এলাকায় প্রায় ১১ লাখ মানুষ বসবাস করে, যা পুরো গাজা উপত্যকায় বসবাসরত মানুষের প্রায় অর্ধেক। এই অঞ্চলের মধ্যে ঘনবসতিপূর্ণ গাজা শহরও রয়েছে।

কমলিকা বোস
প্রাবন্ধিক

এই সতর্কতা গাজা ও জেরুজালেমের স্থানীয় সময় মধ্যরাতের আগে জারি করা হয়।

এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ বলে, জাতিসংঘ মনে করে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় ছাড়া এ ধরণের স্থানান্তর সম্ভব নয়।

ইসরায়েল একটি স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে এরইমধ্যে গাজা সীমান্তে সেনা মোতায়েন, ভারী আর্টিলারি এবং ট্যাংক জড়ো করেছে তারা। গত শনিবার ইসরায়েলে হামাসের সশস্ত্র সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালানোর পর থেকে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের কূটনীতিক গিলাদ এরদান, গাজা থেকে বাসিন্দাদের স্থানান্তরের বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলের স্থানান্তরের নির্দেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটির বিবৃতি লজ্জাজনক।

তিনি বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময় যাতে জড়িত নয় এমন বাসিন্দাদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় তার জন্য গাজার বাসিন্দাদের আগে থেকেই সতর্ক করেছে ইসরায়েল।

অনেক বছর ধরে জাতিসংঘ হামাসের সশস্ত্র হয়ে ওঠা, গাজা উপত্যকায় বেসামরিক নাগরিক ও স্থাপনাকে পালানোর আশ্রয় এবং অস্ত্র ও হত্যা লুকানোর আশ্রয় হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।

আর এখন ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে, যাদের নাগরিকের হামাসের সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে...ইসরায়েলকে কথা শোনাচ্ছে, তিনি বলেন।

এখন জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা, হামাসের নিন্দা জানানো এবং ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের উপর ফোকাস করাটাই জাতিসংঘের জন্য ভালো হবে, তিনি বলেন।

ইসরায়েল বলেছে, গত ছয় দিনে গাজায় হামাসের স্থাপনা লক্ষ্য করে চার হাজার টন ওজনের প্রায় ছয় হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ইসরায়েলের বিমানবাহিনী বলেছে, বিমান হামলায় মোট ৩৬ হাজারের বেশি স্থাপনায় আঘাত হেনেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির পার্লামেন্টে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বলেছেন, কঠিন সময় আসছে।

জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় শোচনীয় অবস্থা চলছে কারণ খাবার এবং জল দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রায় ৫০ হাজার গর্ভবতী নারী প্রয়োজনীয় কোন সেবা গ্রহণ করতে পারছে না।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গত শনিবার থেকে এ পর্যন্ত ১১ জন স্বাস্থ্যকর্মী গাজায় নিহত হয়েছে।

ইসরায়েল প্রতিশোধ হিসেবে বিমান হামলা শুরু করার পর থেকে গাজায় এ পর্যন্ত ১৪০০ মানুষ নিহত হয়েছে। আরো তিন লাখ ৩৮ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

শনিবার ইসরায়েলে হামাসের আক্রমণের পর নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আরো ১৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলের তথ্যমন্ত্রী গালিত ডিস্টেল আটবারিয়ান পদত্যাগ করে বলেছেন, তার মন্ত্রণালয়ের অর্থ অন্য কোন খাতে যাতে ব্যবহার করা হয়।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েন শুক্রবার ইসরায়েল সফর করবেন। এসময় তিনি হামাসের হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনও শুক্রবার ইসরায়েল সফর করার কথা জানা গেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের ইসরায়েল সফরের পরের দিনই তিনি দেশটি সফর করছেন।

সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহার?

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা ও লেবাননে বিতর্কিত সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে।

অতি দাহ্য এই রাসায়নিক অনেক সময় সামরিক বাহিনী তাদের সীমান্ত নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু এটা মানুষকে মারাত্মকভাবে পুড়িয়ে দিতে পারে। আর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলে বিশেষ করে গাজার মতো এতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যবহার করা হলে এটি প্রচণ্ড মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, বর্তমানে গাজায় সাদা ফসফরাসযুক্ত অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে তারা সচেতন নন। তবে লেবাননের বিষয়ে তারা কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এইচআরডাব্লিউ বলছে, তারা গাজা এবং লেবাননে ধারণকৃত ভিডিও দেখে তা বিশ্লেষণ করে সাদা ফসফরাসযুক্ত আর্টিলারি শেল বিস্ফোরিত হতে দেখেছেন। বার্তা সংস্থা এএফপি এর তোলা ছবিতেও এর উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ছবিতে উঠে এসেছে, গাজায় বিস্ফোরিত হওয়ার সময় সাদা রেখা তৈরি হয়েছে।

সাদা ফসফরাস বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে তা ঘন সাদা ধোঁয়া তৈরি করে।

এক বিবৃতিতে মানবাধিকার সংস্থাটি বলে, গাজায় অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সাদা ফসফরাসের ব্যবহার বেসামরিক নাগরিকদের ঝুঁকি অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এবং তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন যেখানে বেসমারিক নাগরিকদের বিনা কারণে ঝুঁকি বাড়ানোর বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, সাদা ফসফরাসের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় হয়নি কারণ এর বৈধ ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু মানুষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে এর ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ২০০৮-০৯ সালে গাজায় সহিংসতার সময় ধোঁয়ার স্ক্রিন হিসেবে সাদা ফসফরাস ব্যবহার করেছিল। সেসময় অনেক মানবাধিকার সংস্থা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছিল। সামরিক বাহিনী ২০১৩ সালে বলেছিলে, ছদ্মবেশের জন্য এই রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ করে দেবে তারা।

ভূমধ্যসাগরে গ্রিসের যুদ্ধ জাহাজ

ব্রাসেলসে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োয়াব গ্যালান্ট নেটোভুক্ত পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন।

নেটো জোট হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়ে একে অযৌক্তিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছে। একই সাথে ইসরায়েলের প্রতি তারা সমানুপাতিক হারে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নেটোর মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেন, সংঘাত শুরু হয়ে গেলে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা জরুরী। কারণ যুদ্ধের নিয়ম রয়েছে।

সহায়তার প্রশ্নে নেটো জোট ভুক্ত দেশগুলো জানায়, তারা ইসরায়েলকে বাস্তবিক সহায়তা দিচ্ছে।

একটি গ্রিক যুদ্ধ জাহাজ পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন করার খবর পাওয়া গেছে। যুদ্ধ জাহাজটি ইসরায়েল-লেবানন সীমান্ত অবস্থান নেয়ার কথা রয়েছে।

জার্মানি বলেছে, তাদের দুটি সশস্ত্র যুদ্ধ ড্রোন ইসরায়েলি বাহিনী এরইমধ্যে ব্যবহার করেছে।

ইসরায়েল মূলত গাজায় অভিযান চালানোর আগে কূটনৈতিক সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করছে। আর নেটো জোটভুক্ত মিত্রদের কাছ থেকে তারা সেটা পেয়েছেও।

জাতিসংঘের সহায়তা আহ্বান

জাতিসংঘের কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যান অ্যাফেয়ার্স বিভাগ ফিলিস্তিনি মানুষদের জন্য অতি জরুরী প্রয়োজন উল্লেখ করে ২৯৪ মিলিয়ন ডলার সহায়তার জরুরী আহ্বান জানিয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, এই অর্থ ১২ লাখ মানুষের সহায়তায় ব্যবহার করা হবে।

বৃহস্পতিবার গাজায় ৮৪ হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। সংস্থাটি বলছে, এই সংখ্যা মিলিয়ে বর্তমানে প্রায় চার লাখ ২৩ হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে।

সংস্থাটি বলছে, গাজা উপত্যকার বেশিরভাগ বাসিন্দার এখন খাবার জল বা গৃহকাজে ব্যবহারের জন্য কোন জল সরবরাহ নেই।

ওই এলাকায় কমপক্ষে ৫০ হাজার নারী গর্ভবতী। যাদের মধ্যে অন্তত সাড়ে পাঁচ হাজার জন্য আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সন্তান প্রসব করবে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা কারণ স্বাস্থ্যকর্মী, হাসপাতাল এবং ক্লিনিক সব জায়গাতেই হামলা চালানো হয়েছে।

এরআগে জাতিসংঘ বলেছিলে ২০২৩ সালে ফিলিস্তিনে ত্রাণ সহায়তার জন্য ৫০২ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। তবে এর অর্ধেকও এখনো পূরণ হয়নি।

মহাকাশযানে সংগৃহীত গ্রহাণুর প্রথম নমুনা প্রদর্শন করল নাসা

নাসা বুধবার তাদের প্রথম গ্রহাণুর নমুনা প্রদর্শন করেছে। এই নমুনা গত মাসে এক মহাকাশযান নাসাকে দিয়েছে।

হিউস্টনে জনসন স্পেস সেন্টারে এটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ও মহাকাশ সংস্থার কর্মকর্তারা। প্রায় ৬০ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত কার্বন-সমৃদ্ধ গ্রহাণু বেনু থেকে আনা হয়েছে এই প্রাচীন কালো ধুলো ও খণ্ডগুলি। নাসার ওসিরিস-রেক্স মহাকাশযান এই নমুনা সংগ্রহ করেছিল তিন বছর আগে। তারপর গত মাসে পৃথিবীর 'ফ্লাইবাই' চলাকালীন একে একটি ক্যাপসুলে ভরে শিলমোহর দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন, এই পাথরের পরিমাণ অন্তত এক কাপ হবে। কয়েক বছর আগে জোড়া অভিযানে জাপান যা এনেছিল পৃথিবীতে তার চেয়ে অনেকটা বেশিই হবে বলে জল্পনা করা হয়েছিল। এর সঠিক পরিমাণটা কত তা নিয়ে তারা এখনও নিশ্চিত নন। এর কারণ হল, নমুনার মূল প্রকোষ্ঠটি এখনও খোলা হয়নি। এমনটাই জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এই অভিযানের প্রধান বিজ্ঞানী অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান্তে লরেটা বলেন, এটি মন্থর ও সূক্ষ্মভাবে এগোচ্ছে। লরেটার বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকোষ্ঠের কিনারার বাইরে এই কালো ধুলো ও কণা ছড়িয়ে ছিল। তিনি আরও বলেন, এটি ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সম্পদ।

সাময়িকী

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস : অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পেতে চোখের যত্নে সতর্ক হতে হবে

মানবদেহের সংবেদনশীল অঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় আমাদের চোখ। অথচ চোখের যত্নের ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশি উদাসীন। আজকের আধুনিক বিশ্বে দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিন টাইম, ধুলোবালি, দূষণ ইত্যাদির কারণে আমাদের চোখের সুস্থতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। চোখের সমস্যাগুলোর অবহেলার পরিণতি হতে পারে চিরদিনের মতো অন্ধত্বকে বরণ করে নেয়া।

আফরিন শাহনাজ
কলামিস্ট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্ধত্ব প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস' (IAPB) যৌথভাবে জানাচ্ছে, সারা বিশ্বে আনুমানিক ৪০ থেকে ৪৫ মিলিয়ন মানুষ দৃষ্টিশক্তিহীন এবং ১৩৫ মিলিয়ন মানুষ ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন। সচেতনতা এবং সঠিক যত্নের মাধ্যমে এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ক্ষতি প্রতিরোধ বা নিরাময় করা যেতে পারে। বৈশ্বিক পর্যায়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এবং অন্ধত্বের প্রধান কারণ হল প্রতিসরণ ত্রুটি (refractive error) এবং ছানি। প্রতিসরণ ত্রুটি অর্থাৎ চোখে ঝাপসা দেখা, কাছের বস্তু কিংবা দূরের বস্তু কম দেখা অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় যে সমস্যাগুলিকে চোখের পাওয়ারের সমস্যা বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরো বলছে, সময়মত সনাক্তকরণের অভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে গেলে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব জনজীবনে এবং অর্থনীতিতে পড়তে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সব বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করে যার মধ্যে শিশু থেকে পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি রয়েছেন। প্রায় এক কোটি ৪৩ লাখ লোক দৃষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে।

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অন্ধত্ব এবং চোখের বিকলতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গোটা বিশ্বজুড়ে 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' পালন করা হয়। ২০০০ সালে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাইট-ফার্স্ট-ক্যাম্পেইনের ফলশ্রুতিতে এই দিবসের শুরু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় এবং ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস (IAPB)-এর পরিচালনায় এই দিবসটি বহুল ভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে। এবারে ১২ অক্টোবর, ২০২৩-এ বিশ্ব দৃষ্টি দিবসের মূল থিম, Love your eyes at work অর্থাৎ দিবসটি কর্মক্ষেত্রে চোখের স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্রচার করছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চোখের কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসছেন সে বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং কনসালটেন্ট অপথালমোলজিস্ট ডা. সারওয়াত সালেক। তিনি বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখন স্ক্রিন যোগ হয়েছে। ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ট্যাব, কম্পিউটার এগুলোর দিকে তাকিয়ে আমাদের দিনের বেশিরভাগ সময় চলে যাচ্ছে। যারা অফিসে কম্পিউটারে কাজ করেন এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে স্ক্রিন বেশি ব্যবহার করেন তাদের চোখের ড্রাইনেসের সমস্যা হয়। আমরা এটাকে 'কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম' বলি। আমাদের চোখের ব্লিঙ্কিং-এর একটা রেট আছে, কিন্তু যখনই আমরা স্ক্রিনে থাকি বা স্ক্রিন ছাড়াও যখন কোনও কাজ মনোযোগ দিয়ে করি তখন ব্লিঙ্কিং রেট কমে যায়। তখন আমাদের চোখের যে পানি লেয়ার থাকে সেটার প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ দেই, চোখটা কিছুক্ষণ পরপর বন্ধ করতে। টানা স্ক্রীন ইউজ করতে মানা করি। বারবার চোখের পলক ফেলতে হবে। কিছু আর্টিফিশিয়াল টিয়ার পাওয়া যায় সেরকম আর্টিফিশিয়াল টিয়ার তারা ব্যবহার করতে পারেন। আমরা বলি কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে অথবা দূরে যদি তাকানোর কিছু সুযোগ থাকে যেমন চোখের সামনে বারান্দা, আকাশ, সবুজ গাছপালা ইত্যাদির দিকে তাকাতে হবে। মোট কথা চোখকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে হবে। ফ্যাক্টরি ওয়ার্কশপ ইন্ডাস্ট্রি এগুলোতে যারা কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কিছু নিয়মনীতি আছে যেগুলো ফলো করা হয় না। কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ আছে, যেগুলোতে চোখে কোনো অবজেক্ট এসে পড়ার কিংবা আঘাত লাগার সম্ভবনা আছে। আমরা এগুলোকে 'ফরেন বডি' বলি। সে ক্ষেত্রে প্রোটেকটিভ গ্লাস অথবা শিল্ড ব্যবহার করতে হবে। যেমন, রাস্তার ধারে ওয়ার্কশপে যারা কাজ করেন, লেদ মেশিনে যারা কাজ করেন, এ ধরণের কারখানায় একটা কিছুতে বাড়ি দিলো কোন একটা মেটেরিয়াল সেখান থেকে চোখে যাওয়া, সেটা ইঁটের গুড়া হতে পারে, লোহার কণাও হতে পারে। এ ধরনের জিনিস ছুটে এসে চোখে খুব জোরে আঘাত লাগে এবং ফ্রিকোয়েন্টলি এ ধরনের পেশেন্ট আমরা আউটডোরে পাই। তাই যারা এ ধরণের কাজ করেন তারা অবশ্যই যেন প্রটেকশন নিয়ে কাজ করেন। কারখানাগুলোতে প্রটেক্টিভ গ্লাস অথবা শিল্ড অবশ্যই অ্যাভেইলেবল থাকতে হবে।

পাঠকের চিঠি

সিকিমের সাবধানবানী

ভৌগলিকগতভাবে হিমালয় একটি ভঙ্গিল পর্বত যার গঠনকার্য এখনো অব্যহত। ফলতঃ এই জাতীয় পর্বতে অবস্থিত যেকোন প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট হ্রদ, হিমবাহ অথবা মানুষের তৈরী করা পরিকাঠামো সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আশেপাশের জনজীবনের সামনে বিপদজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ২০২১ সালে আইআইটি রুরকি, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর, ইউনিভার্সিটি অফ ডেটন , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনিভার্সিটি অফ গ্রাজ, অস্ট্রিয়া, এবং ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ, সুইজারল্যান্ড এবং ইউনিভার্সিটি অফ জেনেভার বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষনায় সিকিমে অবস্থিত হিমবাহের জলে পুষ্ট দক্ষিণ লোনাক সম্পর্কে সাবধানবানী জারি করা হয়েছিলো। সাম্প্রতিক সময়ে হিমবাহের ক্রমাগত গলনের ফলে এই হ্রদের এলাকা এবং জলস্তর উভয়েই বিপদজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইমিলয়ে অবস্থিত বিভিন্ন হিমবাহের গতিবিধি এবং হ্রদগুলির এলাকা ও জলস্তর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভারতের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের মধ্যে একটি তথ্য বিনিময় চুক্তি বর্তমান। এই চুক্তি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হড়পা বানের ছয় থেকে চব্বিশ ঘন্টা আগেই স্থানীয় প্রশাসন কে সচেতন করা যাতে প্রাণহানী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমানো যায়! তবে সাম্প্রতিক হড়পা বানে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সময়মত কাজ করেনি যার অন্যতম কারন হিমালয়ের চরম অনিশ্চিত ভৌগলিক গতিবিধি। উত্তর - পুর্ব ভারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তিস্তা নদীর ওপরে তৈরি করা চুংথাং বাঁধটি তিস্তা স্টেজ থ্রি হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রকল্পের অধীন এবং সিকিমের অন্যতম একটি অর্থনৈতিক স্তম্ভ । প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেছে এই হিমালয় থেকে আসা অতিরিক্ত জল এই বাঁধ থেকে ছাড়ার কারনেই তিস্তার জল হড়পা বানের রুপধারন করে। সরকারী ভাবে যদিও বারবার দাবী করা হয়েছিলো এই বাঁধটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে তৈরি কিন্তু পরিবেশবিদের মতে এই জাতীয় যেকোনো বাঁধের নির্মান হিমালয়ের মতো একটি ভঙ্গিল পর্বতের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। বহুপ্রানের অকালমৃত্যু, শতাধিক নিঁখোজ মানুষের প্রানের বিনিময়ে আমাদের এই শিক্ষা যাতে বারবার না নিতে হয় তাই বাঁধগুলির তৈরি করার ক্ষেত্রে পরিবেশ কে বাঁচিয়ে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অর্ক গোস্বামী, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বোকারোর প্রধান ডাক ঘরে পোস্টাল ডে পালন করা হল , ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে ফিলাটেলি প্রদর্শিত হল

সংবাদদাতা

বোকারো ঃ আজ পোস্টাল ডে , সেই উপলক্ষে বোকারো স্টিল সিটির সেক্টর টু তে অবস্থিত প্রধান ডাকঘরে সুন্দর ভাবে পোস্টাল ডে পালিত হল , সেইসঙ্গে ডাক টিকিট এর প্রদর্শন হল । বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত হয়ে বিগত ৬০ বছরের ডাক টিকিট প্রদর্শিত হল , যার শ্রেয় যায় জ্যোতির্ময়ী দে মাননীয়ার । বিভিন্ন রকমের ডাকটিকিট সব সংগ্রহ করেছেন জ্যোতির্ময়ী দে , যার প্রদর্শন তিনি ঝাড়খণ্ড ব্যাপী ঘুরে ঘুরে করিয়েছেন । আজ বহু লোক উপস্থিত হয়ে এই সব ডাক টিকিট দেখলেন , ছাত্র ছাত্রীরা দেখে মুগ্ধ শুধুই নয় , তাদের স্মরণে থেকে যাবে এই অসাধারণ প্রদর্শন । উপস্থিত ছিলেন প্রধান ডাক ঘরের পোস্ট মাস্টার সন্তোষ কুমার রজক , কে কে উপাধ্যায় , রামদাস কাপুর, আমিত কুমার, যাদের সহযোগে এই পোস্টাল ডে পালিত হল স্মরণীয় ভাবে ।

তালিবানের সঙ্গে মিত্রতা করে আফগানিস্তানে কিংবা শাহবাজ শরীফের সঙ্গে মিত্রতা করে পাকিস্তানে কংগ্রেসের সরকার গঠন করা উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেসের রেজোলিউশনে সন্ত্রাসবাদ কিংবা হামাস সংক্রান্তে কোনো মন্তব্য না করায় আশ্চর্যপ্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পেলেস্থানের হামাস ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন ইজরায়েলে আক্রমণ করে শিশু মহিলা বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর বর্বর অত্যাচার এবং হত্যালীলা সংক্রান্তে সারা বিশ্ব জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষ ইজরায়েলে পাশে রয়েছে বলে ঘোষণা করলেও কংগ্রেস এর বিপরীতে গিয়ে পেলেস্থানের সমর্থনে নিজেদের স্থিতি প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেসের উচিত তালিবানের সঙ্গে মিত্রতা করে আফগানিস্তানে কিংবা শাহবাজ শরীফের সঙ্গে মিত্রতা করে পাকিস্তানে সরকার গঠন করা। উল্লেখ্য অবৈধভাবে ইজরায়েলের ভিতরে প্রবেশ করে সাধারণ জনতাকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছে পেলেস্থানের হামাস ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। অত্যন্ত বর্বর ভাবে ইজরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের গৃহবন্দী করে শিশু মহিলা বয়স্ক ব্যক্তিদের হত্যা করা, তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, সম্পূর্ণ পরিবারকে গাড়ির ভিতরে জীবন্তে পুড়িয়ে দেওয়া, মাতা পিতা তথা অভিভাবকদের অভিভাবকদের সামনে শিশুদের জীবন্তে জ্বালিয়ে দেওয়া, চল্লিশটি শিশুর গলা কেটে হত্যা করা, মহিলাদের ধর্ষণ করা, তাদের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করা, শিশু মহিলাদের অপহরণ করে গাজাতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে পেলেস্থানের হামাস ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। তবে এরপরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পেলেস্থানের স্বপক্ষে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই প্রস্তাবে হামাস ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন কিংবা তাদের বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করেনি কংগ্রেস। এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করার পর বৃহস্পতিবার যোরহাটে আযোজিত অরুণোদয় প্রকল্পের হিতাদিকারীদের জনসভায় অংশগ্রহণ করতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ফের এই সংক্রান্তে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস পেলেস্থানের স্বপক্ষে প্রস্তাব নিয়েছে সেটাতে বাঁধা নেই। কিন্তু হামাস জঙ্গি সংগঠন কিংবা এই জঙ্গি গোষ্ঠীর বর্বর অত্যাচার এবং অমানবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো কিছুই উল্লেখ করেনি দলটি। কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল পেলেস্থানের স্বপক্ষে প্রস্তাব নিলেও হামাসের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়ে নিজেদের স্থিতি স্পষ্ট করা। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদ কিংবা হামাস কিংবা জঙ্গি সংগঠনটির অপহরণ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। আজও মহিলা শিশু সহ ১৫০ জন ব্যক্তিকে অপহরণ করে রেখে দিয়েছে হামাস অথচ দলটির প্রস্তাবে সেটারও উল্লেখ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেসের মতই পাকিস্তান একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ। ফলে কখনো কখনো মনে হয় ভারতে কংগ্রেসের সরকার গঠন করা উচিত নাকি পাকিস্থানে। তবে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কংগ্রেসের উচিত তালিবানের সঙ্গে মিত্রতা করে আফগানিস্তানে কিংবা শাহবাজ শরীফের সঙ্গে মিত্রতা করে পাকিস্তানে সরকার গঠন করা বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকীকরণ প্রয়োজনীয়তার জন্য করা হয়নি, মানবতার জন্য করা হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

শিক্ষা সেতু অ্যাপ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে শিক্ষক শিক্ষিকারা সেলফি তুলতে আসতেন না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে বহু সমস্যা রয়েছে। ফলে সমস্যা বহুল এই রাজ্যে শুধুমাত্র আড়াই বছরে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেকেই জানেন যে বর্তমান অসম একটি উন্নয়নের গতি নিয়েছে, একটি নতুন জীবন নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন শিক্ষা সেতু অ্যাপ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকশিক্ষিকাদের ক্ষোভ রয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে কোকড়াঝাড় জেলা সফর কালে শিক্ষক শিক্ষিকারা তার সঙ্গে সেলফি তুলতে এভাবে হুলস্থুল করতেন না। বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকীকরণ প্রযোজনীয়তার জন্য করা হয়নি, মানবতার জন্য করা হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অরুণোদয় প্রকল্পের হিতাদিকারীদের জনসভায় বুধবার কোকড়াঝাড় জেলায় উপস্থিত থাকার পর বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার যোরহাটে একই ধরনের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন শিক্ষা সেতু অ্যাপ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলেও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। দুদিন আগে সিকিমে প্রয়াত সেনাবাহিনীর জওয়ানের বাড়িতে গিয়ে সম্পূর্ণ গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। এক ছাত্রীকে লেখাপড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় সে তাকে জানিয়েছে বর্তমান সরকারি বিদ্যালয়গুলো খুবই ভালো হয়েছে। এই তথ্য একজন ছাত্রী জানিয়েছে যার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে কে কিভাবে অসমকে দেখছে সেটার উপরে অনেক বিষয় নির্ভরশীল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হতেই হবে। কারণ বহু বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। এক কিলোমিটারের মধ্যে যদি পাঁচটি বিদ্যালয় থাকে তাহলে কিভাবে চলবে। ২০১১ সাল থেকে বারংবার এই বিষয়ে জানানো হয়েছে যে বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকীকরণ প্রযোজনীয়তার জন্য করা হয়নি। বরং সেটা মানবতার জন্য করা হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল। যদি মানবতার জন্য কোনো বিদ্যালয় শুরু করা হয় তাহলে সেখানে ছাত্রছাত্রী থাকবে না। সারাদেশে এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি বিদ্যালয় থাকার নিয়ম রয়েছে। একইভাবে পাঁচ কিলোমিটার মধ্যে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকার কথা বলা হয়েছে। ফলে একটি স্থানে যদি এক কিলোমিটার মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ে থাকে তাহলে সেখানে অধিক সন্তান জন্ম দিতে হবে। সেটা না হলে পাঁচটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে একটি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সেই বিদ্যালয়ের গুণগত মানদন্ড বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এমনকি সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকের সংখ্যা খতিয়ে দেখতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন তিনি বলেন সেখানে গেলে দেখা যাবে দেখা যাবে একটি বিদ্যালয়ে দুজন ছাত্র আরেকটি বিদ্যালয়ে তিন জন ছাত্র রয়েছে। ফলে পাঁচটি বিদ্যালয়কে একসাথে জুড়ে দিয়ে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী এনে বিদ্যালয়ের একটি ভালো বিল্ডিং নির্মাণ করে সেখানে পাঁচ জন শিক্ষকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিচালনা করলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার মানদন্ড বৃদ্ধি পাবে। কংগ্রেসের কর্ণাটক সরকার একই পদক্ষেপ নিয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপি বলে কথা নয় সারা ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে গুয়াহাটির কৃত্রিম বন্যা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা তিনি বলেন এটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো হাতে নেই। প্রতিটি মহানগরে এই ধরনের কৃত্রিম বন্যার সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি আমেরিকার নিউইয়র্কেও কৃত্রিম বন্যা হতে দেখা যায়। কৃত্রিম বন্যা নয়, বরং বন্যার জল কত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় সেটাই মূল বিষয়। সরকারের তৎপরতা সেটাতেই বোঝা যায় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা দেখার সময় নেই, প্রযোজনীয়তাও নেই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

লোকসভা নির্বাচনে যোরহাট কেন্দ্রে ২ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে বিজেপি, রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড়ে দলের জয় নিশ্চিত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা দেখার তার সময় হয়নি। তাছাড়া সেটা দেখার প্রযোজনীয়তাও নেই। লোকসভা নির্বাচনে যোরহাট কেন্দ্রে ২ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে বিজেপি। এমনকি রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত অরুণোদয় প্রকল্পের হিতাদিকারীদের জনসভায় বুধবার কোকড়াঝাড় জেলায় উপস্থিত থাকার পর বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার যোরহাটে একই ধরনের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া সফরসূচি অনুযায়ী রাতে যোরহাটের নবনির্মিত বিজেপি কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন নবনির্মিত দলের কার্যালয়ে এসে কার্যালয়ে এসে কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যোরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে দলটিকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর জন্য কার্যকর্তাদের তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যোরহাট লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি ২ লক্ষ ভোটে জয়লাভ করবে বলে প্রত্যেকে মিলে সংকল্প নিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই তালিকা দেখার তার সময় হয়নি। তাছাড়া সেটা দেখার প্রযোজনীয়তাও নেই। কারণ লোকসভার নির্বাচনের জন্য এখনো হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। এখনো নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়নি। সেই সময় পর্যন্ত প্রত্যেকে জীবিত থাকবেন কিনা সেটা কে বলবে। ২০২৪ সালের এপ্রিলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এত আগে এক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশ করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কচুপাতার উপরে থাকা জলের মতো মানুষের জীবন। আজ আছে তো কাল নেই। এক্ষেত্রে গ্যারাণ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে আগামী দুইদিন তিনি সাইকেল বিতরণ করবেন এবং মাইক্রো ফাইনান্সের ঋণ মুকুব করার প্রমাণপত্র বিতরণ করবেন। এতটুকুই আপাতত ধার্য করা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের এক্সিট পোল দেখেননি। তবে তিনি স্বয়ং রাজস্থান, ছত্রিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে গেছেন। এই তিনটি রাজ্যে বিজেপি জয়লাভ করবে বলে তার ধারণা। তবে এখনো প্রচুর হাতে সময় রয়েছে। আগে রাজ্যগুলোতে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হোক। এরপর সেখানে গেলে ফিরে এসে এক্ষেত্রে নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে তার জীবনের প্রতি হুমকি আমেরিকার থেকেও আসে, প্যালেসস্তান থেকেও আসে। এক্ষেত্রে তার কোনো টেনশন নেই বলে হাসিমুখে মন্তব্য করেছেন তিনি। মনিপুরের পরিবেশ পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। সমস্যা অত্যন্ত জটিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ভালো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের নির্বাচনের টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত শুধুমাত্র জয়ের সম্ভাব্যতা নয় বরং ১০০ শতাংশ লোয়েল হতে হবে বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

প্রদেশ কমিটির তরফে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা হাই কমান্ড এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ঘিরে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করার এই সময়ে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে নির্বাচনের টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে এক পৃথক ফর্মুলা নিয়ে এসেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি জানান কংগ্রেসের নির্বাচনের টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত শুধুমাত্র জয়ের সম্ভাব্যতা নয় বরং ১০০ শতাংশ লোয়েল হতে হবে। মূলত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি দলের প্রতি সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ১০০ শতাংশ লোয়েল হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোডে স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে মূলত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা নির্বাচনের প্রার্থী সংক্রান্ত এক আলোচনা মিলিত হয়েছেন। এই আলোচনার পরেই অসম প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে সেটা হাই কমান্ড এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে এই প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলের তরফে নতুন রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সময় মূল বিষয়টি ছিল জয়লাভের সম্ভাবনা। অর্থাৎ চান্স অফ সাকসেস তথা উইনেবিলিটি। আগে এই উইনেবিলিটি উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী সভাপতি হিসেবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বলছেন বলছেন টিকেট বিতরণের সময় বিতরণের সময় লয়ালিটি অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। ১০০ শতাংশ লোয়ালিটি না থাকা ব্যক্তি টিকিট পাবেন না। বিধায়কদের ক্ষেত্রে কিংবা সাংসদদের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ লোয়ালিটি থাকা নেতারা টিকেট পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তবে কংগ্রেসের চোখে রয়েলটির সংজ্ঞা কি? এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য হতে হবে টিকিটের প্রত্যাশা করা প্রতিজন নেতার। দলের নীতি আদর্শের প্রতি সংবিধানের প্রতি এবং দলের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে। দলের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের প্রতি, রাহুল গান্ধীর প্রতি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় থাকা বিষয়টিকে রয়েলটি বলে গণ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শুধুমাত্র উইনেবিলিটির উপর যাকে তাকে টিকিট দিয়ে কংগ্রেস বিপদে পরে বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন শুধুমাত্র উইনেবিলিটির উপর যাকে তাকে টিকিট দিয়ে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস বিপদে পড়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, অসমে কংগ্রেসকে যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়তে হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রতি জন বিধায়ক টিকেট না পাওয়াটি নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। দলের প্রতিজন বিধায়ককেই টিকেট পাবেন না সেটা তিনি বলছেন না। তবে ২৪ জন ফের টিকেট পাবেন সেটার কোনো গ্যারাণ্টি নেই। রাজিব ভবনে আযোজিত বৈঠকে এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ভূপেন বরা বলেন সভাপতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি দলের নেতাকর্মীকে নিলম্বন করতে পারেন। সংবিধানে শোকজ দিয়ে সাসপেন্ড করার কথা লেখা রয়েছে। তাছাড়া সভাপতি জরুরী কালীন পরিস্থিতি অনুভব করলে শোকজ না দিয়েও সাসপেন্ড করতে পারেন বলে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। এটা সভাপতির জন্য এক্সট্রিম পাওয়ার বলে উল্লেখ করে সেটা তিনি ব্যবহার করেছেন বলেও ঘোষণা করেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন জ্যোতিষী দেওয়া দিনবার দেখে লোকসভার প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী আবেদন করবেন। দুর্গাপূজার পরে একজন জ্যোতিষীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দিনবার ঠিক করে দেওয়ার জন্য। সেই অনুযায়ী সাংসদ পদের প্রার্থী হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক তারিখটি ঘোষণা করা হবে। সেই তারিখ পূজার পরে জ্যোতিষী দেবেন বলে ঘোষণা করেন অসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কংগ্রেসের ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে অসন্তোষ

কংগ্রেসের উইনেবিলিটি, রয়েলটির অর্থ গান্ধী পরিবারের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সবাইকে চমক দিয়ে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বারোটি দলের সঙ্গে মিত্র জোটে থাকার পরেও রাজ্যের প্রতিটি অর্থাৎ ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দলটির সঙ্গে থাকা বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১১ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। অসম তৃণমূল কংগ্রেস এবং অসম জাতীয় পরিষদ এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বাকি দলগুলো আপাতত নীরবে রয়েছে। দলটির এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে শাসক দল বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করছে। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা কংগ্রেসের রয়েলটির অর্থ গান্ধী পরিবারের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া বলে মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো লোকসভা নির্বাচন ঘিরে নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করেছে। কিন্তু এই পরিবেশে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে দলটির নেতৃত্ব এক আলোচনা মিলিত হয়েছেন। সেই বৈঠকের মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরোধী ঐক্যমঞ্চে থাকা বাকি ১১ টি রাজনৈতিক দলের জন্য একটি আসনও ছাড়েনি কংগ্রেস। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এটা এক ধরনের ব্যাকআপ প্ল্যান। লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক সমীক্ষা হবে প্রার্থীত্ব প্রত্যাশী প্রতিজন নেতার। সমীক্ষা করা ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন এটা হলো কংগ্রেসের প্রার্থীত্ব প্রত্যাশী তালিকা। অর্থাৎ যেকোনো কেন্দ্র থেকে যদি দল প্রার্থী পক্ষেপ করে তাহলে কে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেটারই এই তালিকা এক ধরনের প্রস্তুতি। বৈঠকে আলোচনা অনুযায়ী এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। শুধুমাত্র সমীক্ষা করা ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে কংগ্রেসের এই প্রত্যাশী প্রার্থী তালিকাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১১ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অসম তৃণমূল কংগ্রেস এবং অসম জাতীয় পরিষদ এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বাকি দলগুলো আপাতত নীরবে রয়েছে। এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থীত্ব পাওয়া সংক্রান্তে ১০০ শতাংশ রয়েলটি থাকার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন করেছেন পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন উইনেবিলিটি কংগ্রেসের জন্য প্রধান শর্ত নয়। দলটিতে ভালো মানুষ কাজ করলেও টিকেট পান না। দলটির টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত রয়েল হওয়া অর্থাৎ গান্ধী পরিবারের প্রতি রয়েল ভূপেন বরার প্রতি রয়েল থাকা। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

জয় নয়, বাবরের কাছে টিকিট চেয়ে ফোন করছেন পাকিস্তানিরা

আহমেদাবাদ ঃ একেকটা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আসে, সংবাদমাধ্যম আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই দলের সাবেকেরা কথার লড়াইয়ে নামেন। ম্যাচ নিয়ে পূর্বানুমান করেন কেউ কেউ। দুই দলের খেলোয়াড়দের সরাসরি ফোন করে কি তাঁরা নিজেদের চাওয়ার কথা বলেন! ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে খেলোয়াড়দের চাপে থাকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে গিয়ে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমকে একজন সাংবাদিক এ কথাই জিজ্ঞেস করেছেন। তাঁর প্রশ্নটি ছিল এ রকম-এমন ম্যাচে তো অনেকেই ফোন দিয়ে 'অবশ্যই জিততে হবে' বলেন। মাঠের বাইরের এই চাপ আপনারা কীভাবে সামলান?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাবর যা বললেন, সেটা একটু মজারই। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, তাঁর কাছে জয় চেয়ে কেউ ফোন করেননি। তবে ফোন তিনি পাচ্ছেন অনেক। ফোন করে তাহলে বাবরকে কী বলেন তাঁরা?

বাবর বললেন, 'না, আমি এর (জয়ের) জন্য ফোন পাচ্ছি না। কিন্তু ফোন আমি পাচ্ছি। সেটা টিকিটের জন্য। মূলত মানুষ আমার কাছে টিকিট চেয়ে ফোন দেয়।' জয় চেয়ে কেউ ফোন না করলেও আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে জিততে পারবেন বলেই বিশ্বাস করেন বাবর।

নিউজিল্যান্ডকে বাংলাদেশের ২৪৬ রানের 'চ্যালেঞ্জ'

চেন্নাইঃ নিউজিল্যান্ডের সামনে ২৪৬ রানের জয়ের লক্ষ্য রেখেছে বাংলাদেশ। চেন্নাইতে টসে হেরে আগে ব্যাট করে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৫ রান। সর্বোচ্চ ৬৬ রান মুশফিকুর রহিমের। ধর্মশালা থেকে চেন্নাই। পাহাড়ি উপত্যকা থেকে বঙ্গোপসাগরের তীর। পর্যটন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা প্রত্যাশীদের প্রাণকেন্দ্র। চারপাশে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। বদলায়নি শুধু বাংলাদেশের ব্যাটিং। আরো একবার ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংসের প্রথম বলেই ফ্লিক করতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন লিটন দাস। তার দেখানো পথেই হেঁটেছেন সতীর্থরাও। কেবল মাঝে মুশফিকুর রহিম এবং সাকিব আল হাসান কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে বাংলাদেশের মান কিছুটা বাঁচিয়েছেন। ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট। ২০০৩ বিশ্বকাপে পিটমারিজবার্গে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে চামিন্দা ভাসের করা ম্যাচের প্রথম বলেই আউট হয়েছিলেন বাংলাদেশের উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হান্নান সরকার। চেন্নাইতে সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন লিটন। ট্রেন্ট বোল্টের করা ম্যাচের প্রথম বলেই এগিয়ে এসে ফ্লিক করেছিলেন, বল খুঁজে নেয় ফাইন লেগের ফিল্ডার ম্যাট হেনরিকে। ওয়ান ডাউনে মেহেদি হাসান মিরাজ। তানজিদ তামিমের সঙ্গে তার জুটিটাকে মনে হচ্ছিল প্রতিশ্রুতিশীল, ৪০ রান করেও ফেলেছিলেন দুজনে মিলে। এমন সময় তানজিদ লকি ফার্গুসনের প্যাডের উপর করা বলটা আলতো করে তুলে দিলেন স্কয়ার লেগে ডেভন কনওয়ের হাতে। নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটার অবশ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ নান্দনিক ক্যাচই নিয়েছেন, তবে বিশ্বকাপে ওসব তো হবারই কথা। ৪ বাউন্ডারিতে ১৭ বলে ১৬ রান করে বিদায় তানজিদ তামিমের। খানিক বাদে লকি ফার্গুসনের বলে পুল করতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ দিলেন মেহেদি হাসান মিরাজও, ফিল্ডার সেই ম্যাট হেনরি। নিউজিল্যান্ডের পেস বোলাররা লম্বা, গতিশীল। ক্রমাগত শর্ট বল করেন। তাতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা চাপের মুখে পড়েছেন। কিন্তু কেন উইলিয়ামসন যখন পার্টটাইম স্পিনার গ্লেন ফিলিপসকে বোলিংয়ে আনলেন, কেন তার প্রথম বলেই এগিয়ে এসে মারতে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত সেটা ব্যাখ্যার অতীত। ১৩ তম ওভারে বোলিংয়ে এলেন ফিলিপস, প্রথম বলেই এগিয়ে এসে মারতে গেলেন শান্ত। ব্যাটে বলে ঠিকঠাক হলো না, বল গেল কনওয়ের কাছে। ৭ রানে আউট শান্ত। বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে হাফসেঞ্চুরির পর আবারও হতাশ করলেন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান। তাকে ফিরিয়ে ফিলিপস হয়ে উঠেছেন কিউইদের গোপন অস্ত্র। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জো রুট ও মঈন আলীকে আউট করেছিলেন ফিলিপস, এবার বাংলাদেশের বিপক্ষেও বল করতে এসে প্রথম ডেলিভারিতেই উইকেট। ৫৬ রানে ৪ উইকেট নেই, আইসিইউতে ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশকে অক্সিজেন জুগিয়েছেন সাকিব ও মুশফিক। বিকেএসপির দুই প্রাক্তন শিক্ষার্থী বহুবার বাংলাদেশ দলকে এমন জায়গা থেকে উদ্ধার করেছেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল এবারও দুজনে মিলে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেবেন সম্মানজনক লড়াইয়ের জায়গায়। বাধ সাধে চেন্নাইর তীব্র গরম। সাকিবের মাংসপেশীতে টান লাগে। একটা সময় তাই এক-দুই রান করে নেয়ার চেয়ে জোরে উড়িয়ে মেরে চার-ছক্কায় রান করার পথ বেছে নেন সাকিব। রাচিন রবীন্দ্র'র এক ওভারে পরপর দুই বলে মারেন চার ও ছয়। যে বলে আউট হয়েছেন তার আগের বলেও পুল করে ছয় মেরেছিলেন সাকিব। কিন্তু লকি ফার্গুসনের পরের বলটা ছিল শরীরের আরেকটু কাছ ঘেঁষে। আবারও পুল করতে চেয়েছিলেন সাকিব, ব্যাটের আগায় লেগে বল উঠে যায় আকাশে। অনেকটা দৌড়ে গিয়ে টম ল্যাথাম তার বিশ্বস্ত গ্লাভসে তালুবন্দি করেন বল। তাতেই ভাঙে ১০৮ বলে ৯৬ রানের জুটি, ৪০ রান করে বিদায় নেন সাকিব। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করা মুশফিক নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও পেয়েছেন হাফসেঞ্চুরির দেখা। বেশ দৃঢ়চেতাই মনে হচ্ছিল তাকে,ইনিংসটা বড় করার মতো অনেকটা সময়ও ছিল হাতে।ম্যাট হেনরির স্লোয়ারে বিভ্রান্ত হয়ে বোল্ড তো হয়েছেনই, ভারসাম্য হারিয়ে একেবারে মাটিতে বসে পড়তে হয়েছে তাকে। ৭৫ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলে মুশফিকই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মুশফিকের ৪৮তম হাফসেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি মাত্র ৯টা। 'কনভার্সন রেট'টা আশাব্যঞ্জক নয় এবং কেন নয় তারই প্রমাণ হয়ে থাকবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই ম্যাচ। যখন আউট হয়েছেন, তখনো ১৪ ওভার খেলা বাকি, উইকেটে টিকে থাকলেই রানটা হয়ে যেতো। হতাশ করেছেন তাওহিদ হৃদয়ও, ২৫ বলে ১৩ রান করে বোল্টের বলে ক্যাচ দিয়েছেন মিচেল স্যান্টনারের হাতে। আগের ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েও একাদশে নেই শেখ মেহেদি হাসান, ফিরেছেন মাহমুদউল্লাহ। আটে ব্যাট করতে নেমে নিজের কাজটা করেছেন ঠিকঠাক, ৪৯ বলে ৪১ রান করে উইকেটে ছিলেন শেষ অবধি। ১৯ বলে ১৭ রান করে দলীয় সংগ্রহটাকে দুইশ পার করিয়ে আড়াইশ'র কাছাকাছি নিতে সহায়তা করেছেন তাসকিন আহমেদ। ১০ ওভারে ৪৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ব্ল্যাকক্যাপদের সফলতম বোলার লকি ফার্গুসন। জোড়া শিকার ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরির। ২ উইকেট নিয়ে ওয়ানডেতে ২০০ উইকেট হয়েছে বোল্টের। এক উইকেট করে নিয়েছেন মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপস। নিউজিল্যান্ডের সামনে ২৪৬ রানের জয়ের লক্ষ্য। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের দেয়া ২৮৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ব্ল্যাকক্যাপরা জিতেছিল সহজেই। আবার এই মাঠে অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয়েছিল ১৯৯ রানে, যে রানটা তাড়ায় ২ রানে ৩ উইকেট হারিয়েও বিরাট কোহলি আর লোকেশ রাহুলের বীরত্বে জিতেছিল ভারত। বাংলাদেশের সংগ্রহটা খুব বড় নয়, তবে শুরুতে উইকেট নিতে পারলে কোণঠাসা করা যাবে নিউজিল্যান্ডকে।

সেপ্টেম্বরের সেরা গিল

কলকাতা ঃ মাঠের চারপাশে নান্দনিক সব শট খেলা, পরিণত মস্তিষ্কে ইনিংস বড় করা-ব্যাপারগুলো যেন অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন শুবমান গিল।

বিশ্বকাপেও গিলকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রেখেছিলেন ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা। তবে তাঁর অবিশ্বাস্য ছন্দে ছেদ ফেলেছে ডেঙ্গু। ভারত ২ ম্যাচ খেলে ফেললেও অসুস্থতার কারণে এখনো মাঠেই নামতে পারেননি। আগামীকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে মর্যাদার ম্যাচ দিয়ে ফিরবেন কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়।

গিল কাল খেলুন বা না খেলুন, তার আগে বড় একটা সুখবর পেয়েছেন। আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত মাসের সেরা নারী খেলোয়াড় হয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু।

গত মাসে ৮টি ওয়ানডে খেলে ২ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটিতে ৪৮০ রান করেছেন গিল। গড় ৮০, স্ট্রাইক রেট ৯৯.৩৭। ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের পথে করেছেন ৩০২ রান। বাংলাদেশের কাছে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ভারত হারলেও তিনি উপহার দিয়েছিলেন ১২১ রানের ইনিংস। এ ছাড়া নেপাল ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ফিফটি ছিল তাঁর। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে ভারত। ওই সিরিজে প্রথম দুই ওয়ানডে খেলে গিল করেছেন ৭৪ ও ১০৪।

এ বছরের জানুয়ারিতেও মাসসেরা হয়েছিলেন আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের দুইয়ে থাকা গিল। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি দুবার এই পুরস্কার জিতলেন। গত মাসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে গিল বলেছেন, 'সেপ্টেম্বর মাসে আইসিসি সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিততে পেরে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারা ও দলের জন্য অবদান রাখতে পারা সম্মানের। আরও ভালো করতে ও দেশকে গর্বিত করতে এই পুরস্কার আমাকে অনুপ্রাণিত করবে।'

নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে ২৪ বছর বয়সী ওপেনার বলেছেন, 'দলের জন্য ভালো অবদান রাখতে পেরেছি, যে কারণে এশিয়া কাপ জয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও আমরা ওয়ানডে সিরিজ জিতেছি। আসলে আমি সুযোগটা নিতে চেয়েছি। আমার সতীর্থ, পরিবার ও কোচদের ধন্যবাদ যাঁদের ছাড়া এই অর্জন সম্ভব হতো না।'

অলিম্পিকে ক্রিকেট ফেরার অনুমোদন আইওসির

লস অ্যাঞ্জেলেস ঃ অলিম্পিকে ফেরার পথে আরেকটি বাধা পেরোল ক্রিকেট। ২০২৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আয়োজক শহর লস অ্যাঞ্জেলেসের আয়োজক কমিটির প্রস্তাব মেনে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটসহ পাঁচটি খেলাকে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। আইওসি সভাপতি টমাস বাখ আজ ভারতের মুম্বাইয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য অলিম্পিকে প্রবেশাধিকার পেতে আরেকটি বাধা পেরোতে হবে ক্রিকেটকে। আগামী সোমবার মুম্বাইয়ে আইওসির সদস্যদের ভোটেই ক্রিকেটসহ বাকি নতুন খেলাগুলোর অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। গত সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আয়োজক সংস্থা ক্রিকেটসহ পাঁচটি খেলাকে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আইওসির কাছে অনুরোধ করে। ক্রিকেট ছাড়াও বেসবল বা সফটবল, ফ্ল্যাগ ফুটবল, স্কোয়াশ ও লাকরোসকে লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে নতুন খেলা হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে আইওসি। এখন সদস্যদের ভোটেও অনুমোদন মিললে ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরবে ক্রিকেট। সর্বশেষ ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ছিল ক্রিকেট। প্যারিসে ক্রিকেটের একমাত্র ম্যাচে ফ্রান্সকে ১৮৫ রানে হারিয়ে সোনা জিতেছিল গ্রেট ব্রিটেন। ম্যাচটিতে প্রতি দলে ১২ জন করে খেলেছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের চূড়ান্ত করা ২৮টি খেলার মধ্যে ছিল না ক্রিকেট। তবে জুলাইয়ে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আরও নয়টি খেলার সংক্ষিপ্ত তালিকা করে আয়োজক কমিটি। সেখানে ক্রিকেটও ছিল। তালিকাটা পরে ছেঁটে পাঁচে নামানো হয়। অলিম্পিকে কোন সংস্করণে ও কয়টি দল নিয়ে হবে ক্রিকেট, সেই ব্যাপারে এর আগেই নিজেদের প্রস্তাব আয়োজকদের জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। নারী-পুরুষ দুই বিভাগে ছয়টি করে দল অংশ নেওয়ার কথা অলিম্পিক ক্রিকেটে। একটি নির্দিষ্ট তারিখে টি-টোয়েন্টি দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা ছয়টি দল পাবে অলিম্পিকের টিকিট।

পৃষ্ঠা ৮এর পর

মহালয়া ঃ মহিষাসুরমর্দিনী–২

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া নামে (আগমশাস্ত্রে) অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে প্রসিদ্ধা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে বিরাজিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণা (বিষয়বাসনা)রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি) বৃত্তি (জীবিকা)রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বভূতে সন্তোষরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যে দেবী সর্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতনাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ।।
যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা এবং যিনি পৃথিবী আদি পঞ্চ স্থূল ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়ত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্যা স্থিতা জগৎ ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।
যিনি চিৎশক্তিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

হে চিন্ময়ী, হিমগিরি থেকে
এলে কারে ডেকে নির্মল প্রাতে।
বসুন্ধরা যে সুবিমল সাজে অঞ্জলি হাতে।
নভোনীলিমায় বাজে মহাভেরী,
দিকে দিকে তব মাধুরি যে হেরি,
সুললিত তানে প্রাণে সুধা আনে আলোকেরি সাথে।
সাজাব যে ডালা, গাঁথিব যে মালা জ্যোতির মন্ত্রে,
তাই অন্তরে অমৃত যে ভরে পুলক তন্ত্রে।
বাণী মহাবর অম্লান মনে,
জননী গো নমি রাতুল চরণে,
পূজায় উল্লাসে ধরণী যে হাসে সুরভিত বাতে।
শ্রীশ্রীচণ্ডিকা গুণাতীতা ও গুণময়ী।
সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিলবিশ্বের প্রকৃতিস্বরূপিণী। তিনি পরিণামিনী নিত্যার্দির্ভ্যৈচৈতন্যসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় (নিত্যঃআদিভ্যঃচৈতন্যসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়) যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীলরূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তি বাক্ অথবা সরস্বতী
তাঁর স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী
আবার সংহারকালে তাঁর যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাই রুদ্রাণী দুর্গা।
একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনাই দুর্গোৎসব।
এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় আরত্রিকে মানবজীবনের কামনা, সাধনা সার্থক হয়, চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভ করে মর্তলোক।

অমল কিরণে ত্রিভুবনমনোহারিণি।
হেরিনু তোমার রূপে করুণালাবণী,
নমি নমি নমি নিখিলচিতচারিণি,
জাগো পুলক নিত্য নূপুরে জননী।
তোমারেই পূজিছে দেবদেবী দ্বারে দ্বারে,
রাগিণী ধ্বনিছে আকাশবীণার তারে,
তনুমনপ্রাণ নিবেদি 'তোমারে নমি।
প্রেমসুমোহন পূজাধূপে অয়ি ভরণি।
নমি জগতের সকল ক্ষেমকারিণী
লভিনু তোমার প্রেমে করুণালাবণী।
ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবী নিত্যা হয়েও বারংবার আবির্ভূতা হন।
তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন।
দেবীর করুণা অসীম
বিধাতৃ বরদার করুণার পুণ্যে বিশ্বনিখিল বিমোহিত
অমৃতরসবর্ষিণী মহাদেবীর অমল রূপের সুষমা প্রতিভাত ধরিত্রীর ধ্যানগরিমায়।

অর্গলা স্তোত্র, শ্লোক

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ।।
হে দেবী, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা), মঙ্গলা (জন্মাদিনাশিনী) কালী (সর্বসংহারিণী), ভদ্রকালী (মঙ্গলদায়িনী), কপালিনী (প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী), স্বাহা (দেবপোষিণী) এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী)রূপা, তোমাকে নমস্কার।
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে মধুকৈটভনাশিনি, হে ব্রহ্মাবরদায়িনি তোমাকে নমস্কার। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার (কামক্রোধাদি) শত্রু নাশ কর।
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তনাং সুখদে নমঃ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে মহিষাসুরনাশিনি ও ভক্তগণের সুখদায়িনি, তোমাকে নমস্কার। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে মহিষাসুরনাশিনি ও ভক্তগণের সুখদায়িনি, তোমাকে নমস্কার। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে অচিন্ত্যরূপচরিত্রে সর্বশত্রুবিনাশিনি দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে অর্পণে, আশ্রিত ভক্তের পাপনাশিনি হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে দেবি, আমায় সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও এবং পরম সুখ দাও। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্রী (ঐশ্বর্য) প্রদান কর।আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দদয়েঽম্বিকে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
হে দেবি, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার আনন্দদয়কারিণি হে অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
তারিণি দুর্গসংসারসাগরস্যাচলোদ্ভবে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।।
দুস্তরসংসারসাগরতারিণি হে গিরিসুতে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।
বিশ্বপ্রকৃতি মহাদেবী দুর্গার চরণে চিরন্তনী ভৈরব ধ্যানরতা পূজারিণী ভৈরবীতে গীতাঞ্জলী প্রদান করে ধন্যা হলেন।
তাঁর গীতবাণী আজ অনিলে সুনীলে নবীন অরুণোদয়ে দিকে দিকে সঞ্চারিত।
শান্তি দিলে ভরি'।
দুখরজনী গেল তিমির হরি।
প্রেমমধুর গীতি
বাজুক হৃদে নিতি।
প্রাণে সুধা ঢালো
মরি গো মরি।

ইন্তিফাদা, পশ্চিম তীর, হেজবুল্লাহ, পিএলও ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকটের আটটি দিক

জেরুসালেম (ওয়েবডেস্ক)ঃ সাম্প্রতি ইসরায়েলে হামাসের বড় হামলার মধ্য দিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে ইসরায়েলফিলিস্তিন প্রসঙ্গ। ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংঘাতের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনই জটিল ধরণের। এর মাঝে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা এ সংঘাতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। এবারের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তেমন আটটি বিষয় তুলে ধরা হলো।

হামাস কারা?

হামাসএর পূর্ণাঙ্গ নাম 'হরকাত আলমুকাওয়ামা আলইসলামিয়া' যার অর্থ করলে দাঁড়ায় ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন।

হামাস হচ্ছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করে। এ গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল যখন প্রথম ইন্তিফাদা বা সংগ্রামের অংশ হিসেবে ১৯৮০'র দশকের শেষের দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের ফিলিস্তিনি শাখা হিসেবে। তখন হামাসের মূলমন্ত্র ছিল তিনটি ধর্ম, দাতব্য কর্মকাণ্ড এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই। ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিদের কাছে হামাসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে।

গাজা উপত্যকায় ২০০৬ সালের নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দল ফাতাহকে পরাজিত করে হামাসের প্রার্থীরা। ২০০৭ সালে ইসরায়েলকে হঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে হামাস গোষ্ঠী।

ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে তখনও পর্যন্ত প্রাধান্য ছিল প্রয়াত নেতা ইয়াসির আরাফাত ও তার ফাতাহ পার্টির। হামাস ২০০৬ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়ায় সেই প্রথম ফাতাহ পার্টির প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী একটি দল নির্বাচনের মাঠে নামে। এরপর থেকে গাজার ক্ষমতায় তারাই আছে এবং ইসরায়েলের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেছে। ২০০৭ সাল থেকে ইসরায়েল এবং মিশর একজোট হয়ে গাজা উপত্যকা অবরোধ করে রেখেছে। ইসরায়েল বলে সেটা নিরাপত্তার স্বার্থে করা হয়েছে। তবে তাতে করে হামাসের বারবার হামলা বা রকেট নিক্ষেপ বন্ধ হয়নি। ইসরায়েলে এবারের হামলার পেছনে ইরানের কথা বারবার উঠে আসছে কারণ হামাসের আর্থিক ও সামরিক সহায়তা আসে মূলত ইরান থেকে। হামাসকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণও দেয় ইরান। ইসরায়েল, আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো হামাসকে 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করে। বিশেষত এর সামরিক শাখাকে। আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়াতে এবছরই হামাসের একটি প্রতিনিধি দল রাশিয়া এবং সৌদি আরব সফর করেছে।

হেজবুল্লাহ কারা?

হামাস হামলা চালানোর পর থেকেই ইসরায়েলে হামলা চালানো শুরু করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ। সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে ইসরায়েললেবানন সীমান্তে। হেজবুল্লাহর অর্থ সৃষ্টিকর্তার দল। আশির দশকের শুরুর দিকে হেজবুল্লাহ গঠন করেছিল ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস। উদ্দেশ্য ছিল লেবাননে ইসলামিক আঃেদালনের প্রসার ও সেখানে হামলা করা ইসরায়েলিদের সাথে লড়াই। মূলত শিয়া মুসলিমদের নিয়ে গঠন হয় হেজবুল্লাহ। হেজবুল্লাহ ইসরায়েলের সাথে সবচেয়ে বড় আকারের যুদ্ধ করেছে ২০০৬ সালে। ইসরায়েলের সাথে ৩৪ দিনের সেই যুদ্ধে লেবাননের ১১২৫ এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয় যাদের বেশির ভাগ ছিল সাধারণ নাগরিক। বিপরীতে ইসরায়েলে মৃত্যু হয়েছিল ১৬৪ জনের যাদের বেশির ভাগই ছিল সেনা। এর পর থেকে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করে গেছে গোষ্ঠীটি।

২০১২ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সুন্নি বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় হেজবুল্লাহকে নিয়োগের পর থেকে তাদের সামরিক সক্ষমতা বেড়েছে বলে জানাচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ইসরায়েলসহ বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশ নিষিদ্ধ করেছে এই গোষ্ঠীকে।

গাজা উপত্যকা

ইসরায়েল, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত গাজা উপত্যকা। এটি ৪১ কিমি দীর্ঘ এবং মাত্র ১০ কিমিপ্রশস্ত একটি অঞ্চল। অথচ সেই ছোট্ট অংশে প্রায় ২২ থেকে ২৩ লাখের মতো লোক বসবাস করে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এটাই।

১৯৪৮ সালে মিশর এই অঞ্চলের পরিচালনা শুরু করে। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধে এর দখল নেয় ইসরায়েল। ২০০৫ সালে সেখান থেকে নিজেদের সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করে নেয় ইসরায়েল। তবে এখনো ইসরায়েল গাজা এবং এর উপকূলীয় এলাকার আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে কারা যাতায়াত করবে ও কী ধরনের পণ্য প্রবেশ করতে পারবে সেসব তদারকি করে। একইভাবে মিশরও গাজা সীমান্ত দিয়ে কারা প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিম তীর

পশ্চিম তীর নামটি এসেছে মূলত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের অংশ হওয়ার কারণে। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ইসরায়েল, আর পূর্বে জর্ডান। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে এই অংশটিরও দখল নেয় ইসরায়েল।

১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠন হলেও এই অংশকে পুরোপুরি ছাড়েনি ইসরায়েল। ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীরকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অংশ মনে করে। তবে গত ৫০ বছরে ক্রমাগত এই অংশে বসতি বাড়িয়ে গেছে ইসরায়েল। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পশ্চিম তীরে যেখানে এক লাখ ১০ হাজারের মতো ইহুদি ছিল, যে সংখ্যা এখন প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ। বিপরীতে ফিলিস্তিনি থাকে প্রায় ২৮ লাখ।

জেরুসালেম এবং আলআকসা

ইসরায়েলফিলিস্তিন সংকটের একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম জেরুসালেম। আরবদের সাথে যুদ্ধে জিতে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমও দখল করে নেয় ১৯৬৭ সালে এবং পুরো জেরুজালেম শহরটিকে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে ঘোষণা করে।

ফিলিস্তিনিরা জেরুসালেমকে নিজেদের রাজধানী মনে করে যদিও সেটার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বেশ কমই আছে। তারা সবসময় বলে আসছে পূর্ব জেরুজালেম হবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী।

ইসরায়েলও জেরুসালেমকে রাজধানী হিসেবে দাবি করে এবং ২০১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর স্বীকৃতি দেন। এর পরের বছর মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে জেরুসালেমে নিয়ে যাওয়া হয় যেটা নিয়ে বেশ প্রতিক্রিয়া হয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে।

প্রাচীন এই শহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর কারণ ইসলাম, ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্থাপনার অনেকগুলোই এই শহরে।

বিশেষত আলআকসা মসজিদ ছিল সবসময়ের বিরোধের কেন্দ্রে যেটা ইহুদিদের কাছে টেম্পল মাউন্ট হিসেবে পরিচিত।

পূর্ব জেরুসালেম ইসরায়েল অধিকৃত হলেও আলআকসা বা টেম্পল মাউন্ট এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে একটি জর্ডনীফিলিস্তিনী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান। ইসরায়েলিরা সেখানে যেতে পারলেও তাদের প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। অবশ্য ইসরায়েলি নানাবিধ কর্মকাণ্ড প্রায়শই এজায়গায় বিক্ষোভসহিংসতার জন্ম দেয়।

ইন্তিফাদা কী

আরবইসরায়েলি যুদ্ধের ২০ বছর পর ১৯৮৭ সালের শেষদিকে শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের এক সংগ্রাম। সে সময় থেকে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে সে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম ফিলিস্তিনি সংগ্রামের সময়কাল। এটিই 'প্রথম ইন্তেফাদা' বা প্রথম গণজাগরণের আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

ইসরায়েলিদের দখল আর নানাভাবে ফিলিস্তিনিদের নিপীড়ন এমনিতেই বড় ক্ষোভ তৈরি করছিল ফিলিস্তিনিদের মধ্যে। এর মাঝে একটি ইসরায়েলি ট্রাকের একটি গাড়ির সাথে দুর্ঘটনা ঘটে যেখানে চারজন ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়। ইসরায়েল সেটিকে দুর্ঘটনা বললেও ফিলিস্তিনের মানুষ সেটাকে ইচ্ছাকৃত হিসেবে দেখে। (রয়টার্স)

ফিলিস্তিনিদের কাছে সেসময় কোনো অস্ত্র ছিল না। সেসময় ইসরায়েলি সেনাদের দিকে তরুণদের পাথর ছোঁড়ার ছবি বেশ আলোড়ন ফেলে। সেসময়েই মিশরভিত্তিক মুসলিম ব্রাদারহুড ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে গঠন করে হামাস। ওই আন্দোলনে ১৪০০জন ফিলিস্তিনি আর ২৭১জন ইসরায়েলি নিহত হয়।

১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে সে দফায় ইন্তিফাদার অবসান ঘটে। হামাস অবশ্য তখন থেকেই সেই চুক্তির বিরোধিতা করেছে।

২০০০ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার ইন্তিফাদা। প্রেক্ষাপট ছিল ইসরায়েলের বিরোধী দল লিকুদ পার্টির তৎকালীন নেতা অ্যারিয়েল শ্যারনের আকআকসা মসজিদে সফর। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানে যাওয়ার। কড়া নিরাপত্তায় তার আলআকসা কম্পাউন্ডে সফরকে উস্কানি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং হাজারে হাজারে পথে নেমে আসে। পুরো ফিলিস্তিনেই সেই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় সে ইন্তিফাদায় মারা যায় ৩৩৯২জন ফিলিস্তিনি আর ৯৯৬জন ইসরায়েলি।

এর পর থেকে বেশ কয়েকবার এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেটা থেকে তৃতীয় ইন্তিফাদার আশঙ্কা করা হয়েছে। পশ্চিম তীরের তরুণদের এবারের হামাসের হামলার প্রেক্ষাপটে গাজার হামলা থেকেও তেমন হতে পারার আশঙ্কা রয়েছে অনেকের।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র

১৯১৭ সালে অটোমানদের কাছ থেকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের দখল নেয় ব্রিটেন। তখন ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করার।

১৯৩০ এর দশকে ইহুদিরা ইউরোপ থেকে এসে কৃষি খামার গড়ে তুলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে ইহুদিদের সাথে ফিলিস্তিনি আরবদের মোটামুটি ভাল সম্পর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে মুসলিমরা বুঝতে থাকে যে ইহুদিরা দলে দলে এসে জমি ক্রয় করছে আর তারা তাদের জমি হারাচ্ছে। বিশেষত ১৯৩৩ সালের পর যখন জার্মানির শাসক হিটলারের কঠোরতার প্রেক্ষিতে হাজার হাজার ইহুদি সেখানে আসতে শুরু করে।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে ইহুদি ও আরবের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভোট দেয় যেখানে জেরুসালেম আন্তর্জাতিক শাসনে থাকবে।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটেন যখন ফিলিস্তিন ছেড়ে যায়, সেদিনই ইহুদিরা নিজস্ব রাষ্ট্র ইসরায়েলের ঘোষণা দেয়। দিনটিকে ফিলিস্তিনিরা 'আলনাকবা' বা বিপর্যয়ের দিন হিসেবে দেখে।

ফাতাহ, পিএলও, পিএনএ

পঞ্চাশের দশকে গঠন হওয়া ফিলিস্তিনের গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক দল ফাতাহ। দলটি গঠনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ইয়াসির আরাফাত।

এখানে আরেকটি নাম আসে আরব রাষ্ট্রদের গঠিত পিএলও বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি গঠন হয়েছিল ১৯৬৪ সালে যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিনিস্তিনিদের তুলে ধরা। ইয়াসির আরাফাত এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে।

ফিলিস্তিনের মুক্তির উদ্দেশ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধ দিয়ে ফাতাহ দলটির শুরু হলেও পরবর্তীতে তাদের দ্বিরাস্ট্র তত্ত্বে সমর্থন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা আপস করতে দেখা যায় যা মানতে পারেনি হামাস। এমনকি আশির দশকেই পিএলও থেকে কিছু অংশ বের হয়ে যায় কারণ তাদের দৃষ্টিতে ফাতাহ অনেকটাই অকার্যকর, দুর্নীতিগ্রস্ত বা অতি মধ্যপন্থী হিসেবে ধরা দিচ্ছিল।

যেমন প্রথম ইন্তিফাদার অবসান হয়েছিল ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে। নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলিদের মধ্যে আপোষের এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল অত্যন্ত গোপনে। এজন্য তৎকালীন পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পিএলওর শান্তি চুক্তিতেই প্রথম ইসরায়েলের সাথে সমস্যার সমাধান এবং ইসরায়েলকে স্বীকৃতির প্রবণতা দেখা যায়।

ফাতাহ, পিএলও এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ অনেকটাই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পিএলওর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ফাতাহ। আর ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির আওতায় পিএলওর সাথে ইসরায়েলের সমঝোতার ভিত্তিতে গঠন হয় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যাদের বলা হচ্ছে তারা প্যালেস্টাইন অথরিটি বা প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি (পিএনএ) নামেও পরিচিত। যদিও এই কোনো পক্ষই ফিলিস্তিনের জন্য খুব কার্যকর বা জনপ্রিয় কিছু করতে পারেনি।

কথা ছিলো পরবর্তী পাঁচ বছর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে সংঘাত নিরসনে আলোচনা চালিয়ে যাবে ও অন্য বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। যদিও সে চুক্তিতে ফিলিস্তিনি শরণার্থী, পশ্চিম তীরের ইহুদি বসতি, এমনকি জেরুসালেম প্রসঙ্গেও পরিষ্কার কোনো সমাধান হয়নি।

অসলো পাঁচ বছর পর ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের জায়গায় একটি নির্বাচিত সরকার সেখানকার ক্ষমতায় আসার কথা। তবে পাঁচ বছর না, তিন দশক পার হয়ে গেছে, কোনো কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ক্ষমতায় রয়ে গেছে যার নেতৃত্বে আছেন মাহমুদ আব্বাস যিনি পশ্চিম তীরের নেতা।

২০০৪ সালে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর হয়। ২০০৫ সালের প্রেসিডেন্ট ফাতাহ থেকে নির্বাচনে বড় জয় পাওয়ার পর মিঃ আরাফাতের উত্তরসূরি মাহমুদ আব্বাসকেই পিএলওর চেয়ারম্যান নিশ্চিত করা হয়। অবশ্য মিঃ আব্বাসের জন্য ২০০৬ সালের সংসদীয় নির্বাচন একটা ধাক্কার জায়গা ছিল কারণ সেসময় ব্যাপক জনসমর্থন পেয়ে গাজার ক্ষমতায় আসে হামাস যারা বরাবরই তাঁর দলের নানাবিধ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল। পশ্চিম তীরের ক্ষমতায় থাকলেও মিঃ আব্বাসের খুব একটা কার্যকর কোনো প্রভাব আছে তেমনটাও বলা যায় না।

সাম্প্রতিক কালের সমস্ত জনমত জরীপে দেখা গেছে সিংহভাগ ফিলিস্তিনি মনে করে প্রায় ৮৮ বছর বয়স্ক মি. আব্বাস স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি জোর করে ক্ষমতা ধরে আছেন এবং তার প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত।

মহালয়া ঃ মহিষাসুরমর্দিনী

ডাঃ সৌহম তরফদার

রাঁচি ঃ মহিষাসুরমর্দ্দিনী ⁻ ১৯৭৩
রচনা ⁻ বাণীকুমার
গ্রন্থণা ও শ্লোকপাঠ ⁻ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র
সঙ্গীত পরিচালনা ⁻ পঙ্কজ কুমার মল্লিক

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ।।

(বিঃ দ্রঃ ⁻ সংস্কৃতে য এর উচ্চারণ য় হয়।)

শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান, শ্লোক ⁻

যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদিদৈত্যনাশিনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচনচণ্ডমুণ্ডসংহারিণী, যিনি রক্তবীজভক্ষয়ত্রী, যে মহাশক্তি শুম্ভনিশুম্ভঅসুরবিনশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটীসহচরীপরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।

আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন।

তাই আনন্দিতা শ্যামলীমাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃণ্ময়ীতে আবাহন।

আজ চিৎশক্তিরূপিনী বিশ্বজননীর শারদস্মৃতিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যানবোধিতা।

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নৈত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা ।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, মহাসরস্বতীর ধ্যান, শ্লোক ⁻

সিংহারূঢ়া শশিশেখরা, মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী, ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিতা, কেয়ূর, হার ও বলয় এবং মৃদুমধুর ধ্বনিযুক্তা চন্দ্রহার ও নূপুর পরিহিতা এবং রত্নে উজ্জ্বল কুণ্ডল ভূষিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করুন।

মহামায়া সনাতনী, শক্তিরূপা, গুণময়ী।
তিনি এক, তবু প্রকাশ বিভিন্ন
দেবী নারায়ণী,
আবার ব্রহ্মশক্তিরূপা ব্রহ্মাণী,
কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা,
কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী,
কখনো মহাবজ্ররূপিণী ঐন্দ্রী,
উগ্রা শিবদূতী,
নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা,
তিনিই আবার তমোময়ী নিয়তি।

এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে, সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন।

বাজলো তোমার আলোর বেণু,
মাতলো যে ভুবন।
আজ প্রভাতে সে সুর শুনে
খুলে দিনু মন।
অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে ⁻
অরুণ বীণায় সে সুর বাজে
এই আনন্দ যজ্ঞে সবার
মধুর আমন্ত্রণ।
আজ সমীরণ আলোয় পাগল
নবীন সুরের লীলায়।
আজ শরতের আকাশবীণায়
গানের মালা বিলায়।
তোমায় হারা জীবন মম,
তোমারি আলোয় নিরুপম,
ভোরের পাখি উঠে গাহি
তোমারি বন্দন।।

হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা
তুমি রজোগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী,
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী,
তমোগুণে শিবের বণিতা পার্বতী,
আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া, অপার মহিমময়ী, পরব্রহ্ম মহিষী।
দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী,
তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গি।
তিনিই আদিশক্তি আগমপ্রসিদ্ধমূর্তিধারী দুর্গা,
তিনি দাক্ষায়ণী সতী।

দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজোপ্রভাবে শত্রুদহনকালে অগ্নিবর্ণা, অগ্নিলোচনা।

এই ঊষালগ্নে, হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তিরসপূর্ণ বরণকমলআলোকশতদল মেলে বিকশিত হোক দিকেদিগন্তে

হে অমৃতজ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী।

জাগো! জাগো, জাগো মা!
জাগো, তুমি জাগো।
জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী।
অভয়া শক্তিবলপ্রদায়িনী, তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো।
প্রণমি বরদা অজরা অতুলা
বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী, জাগো মা।
শরন্ময়ী, চণ্ডিকা, শঙ্করী জাগো, জাগো মা।
জাগো অসুর বিনাশিনী, তুমি জাগো।
জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী।
অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িনী, তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো।

দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই, এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি।

নিত্যা হয়েও অসুরপীড়িত দেবতারক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়।

দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, একাদশ অধ্যায় নারায়ণীস্তুতি, শ্লোক ⁻

এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিব।

পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণসলিলে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণসমুদ্রে রচিত অনন্তশয্যা 'পরে যোগনিদ্রায় হলেন অভিভূত।

বিষ্ণুর যোগনিদ্রার অবসানকালে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবী কল্পের সৃষ্টিবিধাতা ব্রহ্মা।

কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমলজাত মধুকৈটভঅসুরদ্বয় ব্রহ্মার কর্ম, অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যোগনিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতিসংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্রনিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তবমন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত।

এই ভগবতী বিষ্ণুনিদ্রারূপা মহারাত্রি যোগনিদ্রা দেবী।

ওগো আমার আগমনী আলো,
জ্বালো প্রদীপ জ্বালো।
এই শরদের ঝঞ্ঝাবাতে
নিশার শেষে রুদ্র মাতে
নিভলো আমার পথের বাতি
নিভলো প্রাণের আলো।
ওগো আমার পথ দেখানো আলো
জীবনজ্যোতিরূপের সুধা ঢালো, ঢালো ,ঢালো।
দিক হারানো শঙ্কাপথে,
আসবে কখন অরুণরথে,
টুটবে পথের নিবিড় আঁধার,
সকল দিশার কালো।
বাজাও আলোর কণ্ঠবীণা
ওগো পরম ভালো।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, প্রথম অধ্যায় মধুকৈটভবধ, শ্লোক ⁻

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা ।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ।।

নিত্যে, অক্ষরে, আপনিই দেবদ্দেশ্যে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্ররূপা।আপনিই দেবাহ্বানের বষট্‌মন্ত্রস্বরূপা ও উদাত্তাদিস্বররূপা। আপনিই অমৃতরূপা এবং অউম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা।

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা।।

বিশেষরূপে যাহা অনুচ্চার্যা নির্গুণা বা তুরীয়া, তাহাও আপনি। হে দেবী, আপনি গায়ত্রিমন্ত্ররূপা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদি মাতা।

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।

হে দেবী, আপনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনিই ইহা পালন করেন এবং সর্বদা প্রলয়কালে আপনিই ইহা সংহার করেন।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতো।স্য জগন্ময়ে।।

(বিঃ দ্রঃ ⁻ '।''হ' নয়, মাত্রাছাড়া 'হ' হল লুপ্ত 'অ'কার। সংস্কৃতে সন্ধিতে ঃও। হয়। যেমন জগতঃঅস্য জগতো।স্য, বা নমঃঅস্ত নমো।স্তু, বা সঃঅহম সো।হম। '।'এর উচ্চারণ আগের 'ও'এর উচ্চারণকেই একটু টেনে করা হয়।)

হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিস্বরূপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিস্বরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিস্বরূপা।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ।
মহামোহ চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ।।

আপনি মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও সংসৃতিকর্ত্রী মহামায়া। আপনি মহতী মেধা (ধারণা), মহতী স্মৃতি ও মহামোহ। আপনি মহতী দেবশক্তি এবং মহতী অসুরশক্তি।

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ।।

আপনিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণাম বিধায়িনী। আপনি কালরাত্রি (যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়) ও মহারাত্রি (যাহাতে জগতের লয় হয়)। আপনি দুষ্পরিহারা মহামোহনিশা বা মানুষী রাত্রি (যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়)।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ।।

আপনি লক্ষ্মী, আপনি ঈশ্বরশক্তি, আপনি হ্রী, আপনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আপনি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি। আপনিই শান্তি ও ক্ষান্তি।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডীপরিঘায়ুধা ।।

আপনি খড়্গধারিণী, ত্রিশূলধারিণী, (এক হস্ত নরশির ধারণে) ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনুর্ধারিণী এবং বাণ, ভূশণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী।

সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী ।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ।।

আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদিরও শ্রেষ্ঠ। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি।

তব অচিন্ত্যরূপচরিত মহিমা।
নব শোভা, নব ধ্যানরূপায়িত প্রতিমা।
বিকশিল জ্যোতিপ্রীতি মঙ্গল বরণে
তুমি সাধনধন ব্রহ্ম, গোধনসাধনী।
তব প্রেমনয়নভাতি নিখিল তারণী
কনককান্তি ঝরিছে কান্তবদনে।
হে মহালক্ষ্মী, জননী, গৌরী, শুভদা,
জয়সঙ্গীত ধ্বনিছে তোমারি ভুবনে।

তখন প্রলয়ান্ধকাররূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শনচক্র চালনে মধুকৈটভের মস্তক ছিন্ন করলেন।পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন।

এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদব্যথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল।

দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অপরাজেয় তাঁর দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তাঁরই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলযোনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন, হরিহর আলাপনে রত।

ব্রহ্মা স্বমুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারকাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাকুলের এই বার্তা শুনলেন তাঁরা।

শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তজবার মত রাঙা বরণ ধারণ করলে আর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকূটিকুটিল হয়ে উঠল।

তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ।

বিশ্বযোনি বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হল ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন থেকে তেজ নির্গত হল।

এই পর্বতপ্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান কিরণে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করে দিলে।

ওই তেজরশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি উৎপন্ন হল।

তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যাদেবী ঋক্‌মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়

দেবীসূক্ত ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক্ ১২৫ সূক্ত, শ্লোক ⁻ ১⁻৮

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্
আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহম্
ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ।।

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্ব দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ।।

আমি দেবশত্রুহন্তা সোমদেবকে, ত্বষ্টানামক দেবতাকে এবং পূষা অভগ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। উত্তম হবিঃযুক্ত, উপযুক্ত হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং বিধিপূর্বক সোমরসপ্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই বিধান করি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ।।

আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী, পরব্রহ্মকে আত্মারূপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ।।

আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে এবং উক্ত বিষয় শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তাহারাই জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় বা সংসারে হীন হয়। হে কীর্তিমান সখা, আমি তমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ব বলছি, শ্রবণ কর।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ।।

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ করিতেছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকে ব্রহ্মা করি, কাহাকে ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতি ব্রহ্মমেধাবান্ করি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ।।

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হিংস্রপ্রকৃতি ত্রিপুরাসুরবধার্থ রুদ্রের ধনুকে আমিই জ্যা সংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণার্থ আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্যামিনীরূপে আমিই প্রবেশ করিয়াছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে ।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ।।

আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য উহাই আমার অধিষ্ঠান। আমিই ভূরাদি সমস্ত লোক সর্বভূতে ব্রহ্মরূপে বিবিধভাবে বিরাজিতা। আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমগ্র দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত আছি।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিনা সংবভূব ।।

আমিই ভূরাদি সমস্ত লোক সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে উহার অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিচরণ করি। যদিও স্বরূপতঃ আমি এই আকাশের অতীত অ পৃথিবীর অতীত অসঙ্গব্রহ্মরূপিণী, তথাপি স্বীয় মহিমায় এই সমগ্র জগদ্‌রূপ ধারণ করিয়াছি।

অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশসম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজোপিণ্ড এক বরবর্ণিনী শক্তিস্বরূপিণী দেবীমূর্তি ধারণ করলেন।

এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, অধরপল্লব আরক্তিম ও করতলদ্বয় তাম্রাভ।

তিনি কখনো বা সহস্রভুজা, কখনো বা অষ্টাদশভুজারূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন।

এই ভীমকান্তরূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনিই আদ্যামহাশক্তি।

মহাদেবীর মহামহিমময় আবির্ভাবে বরণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল।

অখিল বিমানে তব জয়গানে যে সামরব
বাজে সেই সুরে সোনার নূপুরে চিত্তে নব।
হে আলোর আলো, তিমির মিলাল,
তব জ্যোতি সুধা চেতনা বিলাল
রাগিণী দেশীরে গাহিল মধুরে সেবৈভব।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো।স্তু তে ।।

অর্গলাস্তোত্র, শ্লোক ⁻

হে দেবী, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা), মঙ্গলা (জন্মাদিনাশিনী) কালী (সর্বসংহারিণী), ভদ্রকালী (মঙ্গলদায়িনী), কপালিনি (প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী), স্বাহা (দেবপোষিণী) এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী)রূপা, তোমাকে নমস্কার।

দেবীর আবির্ভাবের এই শুভ বার্তা প্রকাশিত হল।

সকল দেবদেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীতিমাল্যে, সেবা করলেন রাগচন্দনে।

জগন্মাতা চণ্ডিকা উপাসকের ধনদাত্রী, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা।

মহাদেবী অন্তর্যামীরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন দ্যুলোকভূলোক।

ভুবনমোহিনী সর্ববিরাজমানা জগদীশ্বরী, আপন মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, পরমচৈতন্যরূপা।

মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা হোন উদ্বুদ্ধা।

শুভ্র শঙ্খরবে সারা নিখিল ধ্বনিত
আকাশতলে অনিলেজলে, দিকেদিগঞ্চলে
সকল লোকে, পুরে, বনেবনান্তরে
নৃত্যগীতছন্দে নন্দিত।
শরৎপ্রকৃতি উল্লাসে উৎসবগানে
চিরসুন্দর চিরসুন্দর চিতসুন্দর বন্দন রাগে
ত্রিলোকে জাগে শরন্ময়ী আনন্দে,
মহাশক্তিরূপা মঞ্জুলশোভা জাগে আনন্দে
রাজে কল্যাণী সদা সুখদাবরদাজয়দা ক্ষেমঙ্করী শুভা
অসুরনাশন দশপ্রহরণভুজা।
রণিত বীণাবেণু, মধুললিতশমিত তানে
শুভ আরতিঝঙ্কৃত ভুবনে নব গতিরাগে যতিঅলঙ্কারে।
প্রাণে প্রাণে ওঠে গীতি,
সুধারসঘন শান্তি, ঝনঝন জয়বাণী।

দেবী নিত্যা, তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধিহেতু সর্বদেবশরীরজ তেজঃপুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তাঁর এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবই মহিষমর্দিনীর উৎপত্তিরূপে খ্যাত হল।

দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে।
হিমাচল দিলেন সিংহবাহন,
বিষ্ণু দিলেন চক্র,
পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল,
যম দিলেন তাঁর দণ্ড,
কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়্গ,
চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন,
ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য,
বিশ্বকর্মা অভেদবর্ম,
ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালাকমণ্ডলু,
কুবের রত্নহার।

সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধপ্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুরবিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন।

রণদুন্দুভিধ্বনিতে বিশ্বসংসার নিনাদিত হতে লাগল।

যাত্রার পূর্বে সুরনরলোকবাসী সকলেই দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যানমন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা।

দেবী দুর্গার ধ্যান, বৃহন্নান্দিকেশ্বরপুরাণ

জটাজূটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ ।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ।।

দেবী জটাজূটধারিণী, তাঁর শিখর অর্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত, তাঁর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিময় মুখমণ্ডল ত্রিনয়ন শোভিত।

অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ।।

অতসী পুষ্পের ন্যায় দেবীর বর্ণ, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুলোচনা। নবযৌবনসম্পন্না দেবী সবরকম অলঙ্কারে ভূষিতা।

সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ।।

সুচারু দন্তের, এবং স্থূল ও উন্নত স্তনের (পয়ো অমৃত, পয়োধর অমৃতের ভাণ্ডার, স্তন) অধিকারিণী দেবী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় মহিষাসুরকে দমন করছেন।

মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাম্ ।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ।।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ ।

দেবী দশভুজা, তাঁর বাহু পদ্মের মৃণালের মত সার দিয়ে সংস্থিত। তাঁর দক্ষিণ (ডান) হস্তে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, সুতীক্ষ্ণ বাণ এবং শক্তি অবস্থিত।

খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ।।

দেবীর বামে খেটক, ধনু (পূর্ণচাপ), পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বা কুঠার (পরশু) অবস্থিত।

অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।।
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননম্ ।।

দেবী নিচে মহিষের শরীর হতে বাহির হয়ে আসা দানবরূপধারী মহিষাসুরের শিরচ্ছেদ করছেন। মহিষাসুরের অঙ্গ রক্তাবৃত, বিস্ফারিত চক্ষু রক্তাভ। ভ্রূকুটিকুটিল ভীষণদর্শন মুখ করে দেবী অসুরকে নাগপাশে বেষ্টিত করে আছেন।

কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।।

দেবীর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উপরে ও বামে মহিষের উপর এবং ডান পা সিংহের পিঠের মাঝে অবস্থিত।

দেবীর এই রূপ মনে সন্নিবেশ করলে প্রচণ্ডবদনা দেবী সর্বদা বলপ্রদান করেন।

স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
প্রচণ্ডবদনাং দেবীং সর্বদাং বলপ্রদাং ।।

দেবীর এই রূপ মনে সন্নিবেশ করলে প্রচণ্ডবদনা দেবী সর্বদা বলপ্রদান করেন।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা ।।
আভিঃ শক্তিভিষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং ।।

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি দ্বারা দেবী সর্বদা পরিবৃতা। তিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন, তাঁর চিন্তা করলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়।

অর্গলাস্তোত্র, শ্লোক

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো।স্তু তে ।।

হে দেবী, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা), মঙ্গলা (জন্মাদিনাশিনী) কালী (সর্বসংহারিণী), ভদ্রকালী (মঙ্গলদায়িনী), কপালিনি (প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী), স্বাহা (দেবপোষিণী) এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী)রূপা, তোমাকে নমস্কার।

দেবী অষ্টাদশভুজামূর্তি পরিগ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার।

দেবীর রণআহ্বানশব্দ অনুশরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর।

অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মীদেবীর তেজঃপ্রভায় ত্রিলোক জ্যতির্ময়, তাঁর মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদভারে পৃথ্বী আনতা আর ধনুকটঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত।

দেবসেনাপতি মহাশক্তির জয়মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি।

নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী।
জাগো রক্তবীজনিকৃন্তিনী, জাগো মহিষাসুরবিমর্দিনী,
উঠে শঙ্খমন্দ্রে অভ্রবক্ষ শঙ্কাস্বননে ক্রন্দি'।
তব খড়্গশক্তি কৃতকৃতান্ত শত্রুশাতন তন্দ্রি'
নাচো সিংহবাহিনী রণহুংকারে ইন্দ্রারিচমূদণ্ডী।
তুমি রণকোদণ্ড টঙ্কারে হান' খরকলম্বজালে
সব রথতুরঙ্গ ছিন্নছিন্ন সুতীক্ষ্ণ করবালে।
নাচ' ধূম্রনেত্র দনুজমুণ্ড চক্রপাতনে খণ্ডি',
তব তাতাথৈ তাতাথৈ প্রলয় নৃত্য ধ্বংসে বাঁধনগণ্ডি।

দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল।

দেবীর অস্ত্রপ্রহারে দৈত্যসেনা ছিন্নভিন্ন হতে লাগল।

মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে।

মহিষ থেকে হস্তীরূপ ধারণ করলে আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণোন্মত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন।

পুনরায় নয়নবিমোহন পুরুষবেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ঐন্দ্রজালিক।

দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষমূর্তি গ্রহণ করলে।

রণবাদ্য দিকে দিগন্তরে নিনাদিত, চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত।

দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মত সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রুনিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল।

নানাপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা মধু পান করতে করতে মহিষরূপকে সদম্ভে বললেন,

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।
ময়া ত্বয়ি হতে।ত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, তৃতীয় অধ্যায় মহিষাসুরবধ, শ্লোক

রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর। আমি তকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এইস্থানে শীঘ্রই আনন্দধ্বনি করিবেন।

দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন, দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন আর খড়্গনিপাতে দৈত্যের মস্তক ভূলুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনাগীতিসুষমা দ্যাব্যাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।

মাগো, তব বীণে সঙ্গীত প্রেমললিত।
নিখিল প্রাণের বীণা তারে তারে রণিত।
সকল রোদন সেই সুরে গেল মরিয়া।
কালে কালে যত জমেছিল দুখযামিনী
ঊষার মুরতি ধরিয়া গাহিল রাগিনী।
জীবন উঠিল আলোকসুধায় ভরিয়া।

হে দেবী চণ্ডিকা, তোমার পুণ্যস্তবগাথা ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুহানি ও পরম মোক্ষলাভের উপায়। তোমার স্তবমন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, একাদশ অধ্যায় নারায়ণীস্তুতি, শ্লোক

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতো।খিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ।।

হে ভক্তদুঃখহারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। হে নিখিলবিশ্বজননী, আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হইয়া জগৎ পালন করুন। হে দেবি, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ।।

হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলিয়া একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা। আপনিই জলরূপে অবস্থিতা হইয়া এই সমগ্র জগৎকে পুরিতুষ্ট করিতেছেন। অতএব, আপনি সর্বাত্মিকা।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ।।

হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি)। আপনি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া। আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করেছেন। আবার আপনিই প্রসন্না হইলে ইহলকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তি প্রদান করেন।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরক্তিঃ ।।

হে দেবি, বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি স্বয়ং সেইসকল উক্তিরূপা, তখন আপনার এইরূপ স্তুতি আর কি হইতে পারে?

সর্বভূতা ইয়দা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।
ত্বং স্তুতা স্তুত্যে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ।।

আপনি সর্বভূতস্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী এবং প্রকাশরূপিণী (সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ ক্রীড়াকারিণী)। এইরূপে যখন আপনার স্তব করা হয় তখন আপনার স্তবের উপযোগী বাক্য আর কি হইতে পারে?

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে ।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী নারায়ণী। আপনাকে প্রণাম করি।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম্প্রদায়িনি ।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণমুহূর্তাদি সূক্ষ্ম কালরূপে জগতের পরিণামদায়িনী (অর্থাৎ অখণ্ডকালরূপিণী) এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

আপনি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভুবনজননী (বা ত্রিনয়না সূর্যচন্দ্রাগ্নিলোচনা) ও গৌরবর্ণা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী (অর্থাৎ শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মী)। আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা (নির্গুণা), অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণপরায়ণা (সর্বাপন্নাশিনী বা মুক্তিদায়িনী) এবং সকলের দুঃখ (জন্মমরণাদি)নাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণিরূপধারিণী ।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি ব্রহ্মিণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা হইয়া কমণ্ডুলু হইতে কুশ দ্বারা (প্রণবপূত) জল সিঞ্চন করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি ।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র অ সর্প ধারণ করেন এবং মহাবৃষ আপনার বাহন। আপনি মহেশ্বরশক্তিরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে।নঘে ।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি। আপনি ময়ূর ও কুক্কুটবেষ্টিতা মহাশক্তিধারিণী, অপাপবিদ্ধা (নিত্যশুদ্ধা) ও কুমারশক্তিরূপিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে ।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি বিষ্ণুশক্তিরূপে চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ (ধনু বা খড়্গ) এই চারি মহাস্ত্র ধারণ করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে ।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, আপনি ভীষণমহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারকারিণী। আপনি মঙ্গলময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

নৃসিংহরূপেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে ।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

হে দেবি, ভয়ঙ্করী নরসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া আপনি দৈত্যবিনাশে উদ্যতা হইয়াছিলেন এবং আপনিই ত্রিভুবন রক্ষা করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রী নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

দেবি, আপনি মুকুটযুক্তা, মহাবজ্রধারিণী, সহস্রনয়নশোভিতা, বৃত্রাসুরনাশিনী এবং ইন্দ্রশক্তিস্বরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

দেবি, শিবদূতীরূপে আপনি বিশালঅসুরসৈন্যনাশিনী। আপনি ভয়ঙ্করমূর্তিধারিণী ও মহাগর্জনকারিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

চামুণ্ডে, আপনি বিকটদন্তবিশিষ্টভীষণবদনা, নরমুণ্ডমালিনী ও মুণ্ডাসুরনাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

দেবি, আপনিই লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধাস্বরূপিণী (মন্ত্ররূপিণী)। আপনি নিত্যা (সনাতনী) মহাপ্রলয়রূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিদ্যা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমো।স্তু তে ।।

দেবি, আপনি মেধারূপা, বাগদেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্বিকী, রাজসী, তামসী, দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হউন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমো।স্তু তে ।।

দেবি, আপনি সর্বকার্য ও কারণরূপিণী, সর্বেশ্বেরী, সর্বশক্তিময়ী ও দুর্জ্ঞেয়া। দেবি, আপনি আমাদিগকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করুন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমো।স্তু তে ।।

কাত্যায়নি, আপনার ত্রিনয়নশোভিত সৌম্য বদন আমাদিগকে সকল ভৌতিক বিকার ও সর্বভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুক। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতেভদ্রকালি নমো।স্তু তে ।।

হে ভদ্রকালি, প্রচণ্ডদীপ্যমান, অতিতীক্ষ্ণ, অসংখ্য অসুরনাশক আপনার ত্রিশূল আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় হইতে রক্ষা করুক। আপনাকে প্রণাম।

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো।নঃ সুতানিব ।।

দেবি, আপনার যে ঘণ্টাধ্বনি জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দৈত্যতেজ হরণ করে, তাহা মাতা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন সেইরূপ আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক।

অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গ ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ।।

চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্থিত তেজোমর এবং অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত খড়্গ মাদের কল্যাণসাধন করুক। আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ।।

দেবি, আপনি সন্তুষ্ট হইলে সকল প্রকার (দৈহিক অ মানসিক) রোগ বিনাশ করেন। আবার রুষ্টা হইলে অভীষ্ট (কাম্য) বস্তুসমূহ নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের বিপদ স্থায়ি হয় না। যাঁহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাঁহারা অন্যের আশ্রয়যোগ্য হন।

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ।।

দেবি, সম্প্রতি আপনি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালী আদি মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ বহু প্রকারে প্রকটিত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহাসুরগণের এই যে বিনাশসাধন করিলেন, অম্বিকে, তাহা আপনি ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব হইত?

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা ।
মমত্বগর্তে।তিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ।।

দেবি, সকল ঐহিক বিদ্যায়, মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসকলে মানুষকে আপনি ভিন্ন আর কে প্রবর্তিত করে? দেবি, গভীর অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ও মমতাপূর্ণ সংসারগর্তে মানুষকে আপনি ব্যতীত আর কে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে?

রক্ষাংসি যত্রোগবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র ।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ।।

যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীব্র বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু ও দস্যুদল সেখানে ও সমুদ্রবক্ষে সর্বত্র আপনি সদা বিরাজিতা থাকিয়া বিশ্ব পরিপালন করেন।

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ।।

হে জগদীশ্বরী, আপনি বিশ্ব পরিপালন করেন। আপনি বিশ্বরূপা, আপনি বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আপনার শরণাগত হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন।

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নো।রিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নায়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ।।

দেবি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। সম্প্রতি স্মরণমাত্রই আপনি যেরূপ অসুরনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেবি, আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত পাপ ও অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবসকল শীঘ্র নাশ করুন।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি ।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভবঃ ।।

হে বিশ্বার্তিহারিণী দেবি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগনের প্রতি আপনি বরদা হউন।

বিমানে বিমানে আলোকের গানে জাগিল ধ্বনি
তব বীণাতারে সে সুর বিহারে কি জাগরণি।
অরুণরবি যে নিখিল রাঙাল,
পূর্ব আঁচলে তন্দ্রা ভাঙাল,
রাঙাহিল্লোলে ধরণী যে দোলে নূপুররণি।

দেবীর অক্ষয় কৃপাকণা পেয়ে সপ্তলোক আনন্দিত।

প্রথম কল্পে দেবী কাত্যায়ননন্দিনী কাত্যায়নী, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডারূপে মহিষমর্দন করেন
দ্বিতীয় ষোড়শভুজা ভদ্রকালীর হতে মর্দিত হয় মহিষ
আর তৃতীয়েঃ বর্তমানকল্পে দশভুজা দুর্গারূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী।
অখিল মানবকণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্রবন্দনা

শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্, শ্লোক ⁻

জয় জয় জপ্য জয়ে জয় শব্দ পরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিংঝিমি ঝিংকৃতনূপুর শিঞ্জিতমোহিত ভূতপতে ।
নটিত নটার্ধ নটী নট নায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ।।

তোমার উদ্দেশ্যে গীত বিশ্বের বন্দনাগান রণক্ষেত্রে উত্থিত তোমার জয়ধ্বনি ও তোমার (উদ্দেশ্যে দেবতাদের) স্তুতিগানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তোমার পায়ের নূপুরের ঝনঝন ঝঙ্কারধ্বনিতে দেবাদিদেব শিবও মুগ্ধ। তমার এই বিজয় অভিজান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নট, নটী ও নায়কদ্বারা অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতাদি ও সুমধুর সঙ্গীত অ বাদ্যধ্বনি মুখরিত অভিনীত নাট্যানুষ্ঠানে তুমি আনন্দিত হও। হে হিমালয়দুহিতা, সুন্দর জটাজূটধারিণী পার্বতী, তুমিই মহিষাসুর সংহার করেছ, তোমার জয় হোক।

অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিযুতে
শ্রিতরজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে ।
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ।।

হে মাতঃ! সহৃদয় দিব্যধামবাসীগণের উদ্যানে প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পের লোভনীয় উজ্জ্বলতার অধিকারিণী তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়ে তারই মত সুন্দর, তমার নয়নযুগল ভ্রমরাক্ষিসদৃশ, তোমার কণ্ঠে শোভমান যে পুষ্পমাল্যতা ভ্রমরে ভ্রমরে আচ্ছাদিত থাকায় তুমি নিজেই 'ভ্রমর' নামধেয়া অথবা 'ভ্রমরদের' ঈশ্বরীরূপে পরিগণিতা। হে হিমালয়দুহিতা, সুন্দর জটাজূটধারিণী পার্বতী, তুমিই মহিষাসুর সংহার করেছ, তোমার জয় হোক।

কনকলসৎকল সিন্ধুজলৈরনুষিঞ্চতি তে গুণরঙ্গভুবং
ভজতি স কিং ন শচীকুচকুম্ভ তটীপরিরম্ভ সুখানুভবম্ ।
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাসি শিবম্
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ।।

হে মাতঃ! যে ভক্তগণ স্বর্ণাভবিচ্ছুরিত সিন্ধুবারি দিয়ে সিঞ্চন করে দেয় তোমার বেদি, তারা কি ইন্দ্রপত্নী সচীর মতো সুন্দরী ললনার বাহুবেষ্টনের সুখানুভূতিলাভের যোগ্য নয়? কিন্তু (তার আকাঙ্ক্ষা না করে)বাগদেবী সরস্বতী কর্তৃক সেবিত মঙ্গলবিধায়ক তোমার শ্রীচরণযুগলের আমি শরণ গ্রহণ করি। হে হিমালয়দুহিতা, সুন্দর জটাজূটধারিণী পার্বতী, তুমিই মহিষাসুর সংহার করেছ, তোমার জয় হোক।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, পঞ্চম অধ্যায় দেবীদূতসংবাদ, শ্লোক ⁻

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ।।

দেবীকে, মহাদেবীকে প্রণাম। সতত মঙ্গলদায়িনীকে প্রণাম। সৃষ্টিশক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম। স্থিতিশক্তিরূপিণী ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ।।

রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম। নিত্যাকে (ত্রিকালাতীত সত্তারূপিণীকে) প্রণাম। গৌরী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা ও সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম।

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ।
নৈঋত্যৈ ভুভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ।।

কল্যাণীকে প্রণাম করি। বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।অলক্ষ্মীরূপা, ভূপতিগণের লক্ষ্মীরূপা শর্বাণী আপনাকে বার বার প্রণাম করি।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ।।

দুস্তর ভবসমুদ্রপারকারিণী, শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকর্ত্রী, খ্যাতি (বা প্রকৃতিপুরুষের ভেদ বা প্রসিদ্ধি)রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা দুর্গাদেবীকে সতত প্রণাম করি।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ।।

যিনি বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতি রৌদ্রা (অতি ভীষণা) তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপিণী দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

শেষ পৃষ্ঠা ৭এ